খোলা আকাশ

২০২৬ সংখ্যা

প্রথম সংখ্যা, ২০২৬

সম্পাদক - গোলক দেবনাথ

যুগ্ম সম্পাদক- শম্পা রায়চৌধুরী ,ভাস্বতী অধিকারী

অক্ষর বিন্যাস: রুমিয়া রায়চৌধুরী

বর্ণলিপি ও অলংকরণ: মেধা পাল, দিব্যশ্রী হাজরা

চিত্রশিল্পী: রেনি ম্যগ্রিত

প্রকাশক:

Uddami youth space

উদ্যমী ইউথ স্পেস

১৫৮/৪ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা, ৭০০০৪৫

উৎসর্গ

উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা শ্রদ্ধেয়া রাবিয়া খাতুনের প্রতি

আপনি উদ্যমীর হৃদস্পন্দন, আপনার স্বপ্ন, ভালোবাসা, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ় অঙ্গীকার ও নিরলস পথচলার স্পর্শেই উদ্যমীর অসংখ্য তরুণ-তরুণী আজ স্বপ্ন দেখতে ও এগিয়ে যেতে শিখেছে৷ তাদের প্রতিটি সাফল্যের গল্পে মিশে আছে আপনার অবদান, আপনার বিশ্বাস৷ উদ্যমীর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নপূরণের মাধ্যমে আপনি চির বিরাজমান৷

উদ্যমী ইউথ স্পেস-এর প্রথম ম্যাগাজিন "খোলা আকাশ" গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার সঙ্গে আপনাকে নিবেদন করা হলো৷

—উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন পরিবার

সম্পাদকীয়

নির্বাহী পরিচালকের কলমে,

উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন দীর্ঘ দুইদশকেরও বেশি সময় ধরে সমাজের প্রান্তিক স্তরের ছেলেমেয়েদের সাথে কাজ করে চলেছে। সেই সকল যুবক যুবতীদের অর্থনৈতিক , সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি প্রতিচ্ছবি দলিল আকারে আপনাদের উপহার দিতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত ও কৃতজ্ঞ।

এই ম্যাগাজিন শুধুমাত্র কিছু লেখা, ছবি বা কার্যক্রমের সংকলন নয়; বরং এটি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন, সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি, সম্ভাবনা এবং ইতিবাচক সমাজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা স্বরূপ।

উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে, প্রতিটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। প্রয়োজন শুধু একটি সঠিক দিকনির্দেশনা, উপযুক্ত সুযোগ এবং নিজের প্রতিভা প্রকাশের একটি মুক্ত মঞ্চ। সেই বিশ্বাস থেকেই উদ্যমী ইয়ুথস্পেস-এর যাত্রা—যেখানে তরুণদের দক্ষতা, নেতৃত্ব, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে আমরা নিরন্তর কাজ করে চলেছি। আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং শুভানুধ্যায়ীদের একটি মুক্তমঞ্চ উদ্যমী ইউথস্পেস।

এই ম্যাগাজিনের প্রতিটি পাতায় রয়েছে আমাদের শুভানুধ্যায় ও তরুণদের ভাবনা, সৃজনশীল প্রকাশ, অনুপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতা, সামাজিক উদ্যোগ এবং পরিবর্তনের গল্প। আমি বিশ্বাস করি, এই লেখাগুলি শুধু পাঠকদের অনুপ্রাণিত করবে না, বরং আরও অনেক তরুণকে সমাজের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

আমাদের এই প্রথম প্রকাশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে আমাদের যুব সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্ঠা, সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শুভানুধ্যায়ীদের অবিচল সমর্থন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আজকের যুবসমাজই আগামী দিনের নেতৃত্ব। তাই তাদের চিন্তা, উদ্ভাবন, মানবিকতা এবং দায়িত্ববোধই একটি সুন্দর, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই সমাজ গঠনের প্রধান শক্তি। আমাদের প্রত্যাশা, উদ্যমী ইয়ুথস্পেস ম্যাগাজিন হবে তরুণদের জন্য একটি মুক্ত চিন্তার মঞ্চ, যেখানে নতুন ভাবনা জন্ম নেবে, অভিজ্ঞতা বিনিময় হবে এবং সামাজিক বিকাশের নতুন দিশা খুঁজে পাওয়া যাবে।

আশা করি, এই যাত্রাপথে, আপনাদের ভালোবাসা, মূল্যবান মতামত এবং অব্যাহত সহযোগিতায় এই ম্যাগাজিন আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ ও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

উদ্যমী ইয়ুথস্পেস পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলি, যেখানে প্রতিটি তরুণ স্বপ্ন দেখবে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাহস পাবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের অগ্রদূত হয়ে উঠবে।

সকলের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা।

হর্ষমঞ্জরী নন্দা

নির্বাহী পরিচালক

সূচীপত্র

০১	Building Futures with Compassion	মার্সি ব্যাডিন	০১
০২	Words of Gratitude	নিবেদিতা পাল	০২
০৩	পথ চলার এগারো বছর	মৌমিতা হালদার	০৩
০৪	ফিরে দেখা		০৪
০৫	শিক্ষার জ্ঞান	অভিষেক সরদার	০৫
০৬	সমাজ	অর্চনা মিশ্র	০৬
০৭	দাবা	ঋজু প্রামাণিক	০৭
০৮	পিকনিক	রনজয়	০৮
০৯	নতুন স্বপ্ন	ফারদিন খান	০৯
১০	উদ্যমী আমার পরিবার	নেহা গাজী	১০
১১	নতুন ভোর	মিত্রা (নাম পরিবর্তিত)	১১
১২	শিক্ষা, সামাজিকতা ও মানবিকতা	ডঃ অমৃতা দত্ত	১২ - ১৩
১৩	ছাত্রী থেকে শিক্ষিকা	সুস্মিতা পান্ডা	১৪
১৪	আত্মনির্ভরশীল-মা	অসীমা বেগম	১৫
১৫	কালো মেয়ে	মাকছুরা পারভিন	১৬
১৬	নেশাই যখন পেশা	সরিফুন নিশা	১৭ - ১৮
১৭	স্বপ্নপূরণের হাতছানি	রিঙ্কি দাস	১৯ - ২০
১৮	Joy of Togetherness	সূরজ মন্ডল	২১ - ২২
১৯	The Beacon of Light	রেশমী পান্ডা	২৩
২০	Against the Tide	কবিতা শর্মা	২৪
২১	My Journey	শাহরুখ আলি লস্কর	২৫ - ২৬
২২	Where Opportunity Meets Determination	রাজা সিং	২৭
২৩	Together in a Parallel Universe	বর্ষা সিং	২৮
২৪	A Trip Down The Memory Lane	তৌলিকা দাস	২৯
২৫	Don't Be Yourself, Instead Find Yourself	শালিনী দাস	৩০ - ৩১
২৬	গণেশ চচ্চড়ির বুদ্ধি	ঋজু প্রামাণিক	৩২ - ৩৩
২৭	বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত উদ্যমী-র খবর		৩৪ - ৩৫
২৮	অতিথির কলমে		৩৬ - ৩৭
২৯	ছবি গ্যালারি		৩৮
৩০	মজার আসর		৩৯ - ৪৬

Building Futures with Compassion

Marci Radin, Former Chairperson

There is no flashy sign. There are no arrows pointing the way. There are no posters plastered around the city. And yet, day after day, one or two young people shyly come up the steps to the porch of Uddami India Foundation and wait to be seen and welcomed. They heard from a friend, or friend of a friend, or a family member that UIF provided someone with free computer training and spoken English and life skills and that person got a job, or started their own business, or gained confidence to start interviewing for jobs. The young people on the porch fill out an application that includes their education, their family income, their expectations. Then they join the waiting list. There is always a waiting list as class capacity is limited. Once their name reaches the top, there is a home visit to verify the details on the application, and, if they are still interested, course work can begin.

This has been the process for almost 20 years since Uddami India Foundation was registered as a Trust in 2005. Originally, in 1999, an American couple, recognizing a need for the marginalized young people - some even living on the street, with just a basic government education at best - to be given a hand to acquire skills that could gain them some type of employment, and took one or two individuals at a time into their home to teach computer on their personal laptops. As the process succeeded and the opportunity to slowly, slowly expand took place, the couple found the current location in the Lake Gardens area, placed one of their most inspired students in charge of the operations, and sought more and larger donations to continue their mission. And it worked. Wow, did it work!!

Approximately 500 students have completed the courses and gone on with the skills gained and found success. Some even dropped out early when a job opportunity arose. The success stories are satisfying on so many levels. Uddami India Foundation has expanded the skills offered to provide even more opportunities, while still keeping the same loving, caring and open minds to want everyone to succeed.

It has been my honor to be associated with Uddami India Foundation since 2016. Their determination and enthusiasm are infectious – and their methods proven to work – so that I strived to help them in any way I could, including raising funds, teaching class, doing some bookkeeping, purchasing equipment but, mainly, cheerleading from the sidelines, "Go! Go! You can do this!!

Keep up the good work!! You're changing lives for the better!!"

With so much love from the U.S., I remain forever faithful.

Words of Gratitude

Nivedita Paul, Trustee (UIF)

It is indeed a pleasure to write for Uddami India Foundation's first Magazine. I didn't want to miss out on the opportunity to share my personal journey of Uddami.

It was a cold December evening when I was caught up in a labyrinth of lanes to reach for the interview venue. I finally spotted the place and made my way through. I was warmly welcomed by Ms. Alison Saracena and Mr. Bryan Frost – the souls that wanted to kindle a light for those who are struggling in dark. I was selected and offered the role of faculty. Uddami, the brainchild of Ms. Alison Saracena, started off with just three students – Rabia, Sukhali and Guria. After a long rough path of ups and downs, hope and despair and enormous struggle, Uddami kept moving forward.

A trustee board was formed in the year 2005 with the first three members including Ms. Rabia, Ms. Harshamanjari Nanda and me. At a certain point Ms. Saracena decided to handover the charge to Rabia but she was still there to guide her. Later Ms. Marci Radin extended her support and joined us. By an unfortunate stroke of luck, the young and lovely soul of Ms. Rabia departed, leaving us and everything in shambles. Ms. Nanda came to the rescue who picked everything up every broken piece to commence a new struggle. The outbreak of COVID-19 put every single person on this planet through tests and tribulations. Uddami too had to pass through the hardships and constraints of the long lockdown periods and emerged a true warrior. Uddami is in full swing now with the young new team members who are working round the clock and forging a new path to success. And the light still glows.

Uddami has marched forward in many different arenas and achieved remarkable success. I am proud to be part of this organization and carry the best intentions at heart. I would take the opportunity to congratulate the team and thank them from the core of my heart. I am equally thankful to all the donors who have facilitated this endeavour to empower the underprivileged segment of the society and create awareness on inclusivity.

পথ চলার বারো বছর

মৌমিতা হালদার, ট্রাস্টি

"উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন" নামটি শুনেছিলাম আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে। আমি তখন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিছুটা ভয় ও কিছুটা অনিশ্চয়তা নিয়েই আমি উদ্যমী কম্পিউটার সেন্টারে ভর্তির জন্য নাম লেখাই, এর কিছুদিনের ভেতর আমার ডাক আসে। আমি আমার মা'কে নিয়ে এসে রাবিয়া ম্যামের সাথে কথা বলি এবং কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি হই। আমি জানতাম যে, চোখে অনেক স্বপ্ন থাকলেও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে ওঠাটা খুব একটা সহজ ছিল না এবং এটা বুঝতে পারতাম যে আমাদের সব স্বপ্ন পূরণ করা মুখের কথা নয়। কিন্তু সেইদিন রাবিয়া ম্যাম্যের সাথে প্রথম দেখাতে এবং তাঁর সাথে কথা বলে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম যে, অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং অটুট মনোবল ও আত্মবিশ্বাস থাকলে জীবনে অনেক দূর পৌঁছানো যায়।

কলেজের ক্লাসের সঙ্গেই উদ্যমীতে আমার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। তখন রাবিয়া ম্যামের কাছে শিখেছিলাম নিয়মানুবর্তিতা, সময়ের মূল্য এবং কঠোর অধ্যবসায়, যা জীবনে চলার পথে মূল্যবোধ তৈরি করতে সাহায্য করেছে। ম্যামের কাছে কত যে বকা খেয়েছি তার কোন হিসেব নেই। কিন্তু একইভাবে ম্যাম সাহস জুগিয়েছেন, মনোবল বাড়িয়েছেন আর ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছেন। এর মধ্যে কম্পিউটার ক্লাস শেষ হয়। রাবিয়া ম্যাম আমাকে আর একটি সুযোগ দেন, এখানেই টিচার ট্রেনিং নেওয়ার। টিচার ট্রেনিং শেষ হলে আমি পার্টটাইম টিচার হিসাবে উদ্যমী কম্পিউটার সেন্টারে যোগদান করি। সেটাই ছিল আমার চাকরি জীবনের পথ চলা। সবে তখন স্নাতক হয়েছি, নিজের মধ্যেই ছাত্রী জীবনের ছায়া কিন্তু ম্যামের দেওয়া দায়িত্ব পালন করেছি নিষ্ঠার সাথে।

এখন আমি পার্ট টাইম টিচার থেকে ফুল টাইম টিচার এবং উদ্যমী কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের প্রজেক্ট ডিরেক্টর। এই ১১ টি বছরে চোখের সামনে একটা ছোট্ট কম্পিউটার সেন্টারকে ধীরে ধীরে বড় হতে দেখেছি। আমার বোন, সে নিজেও এই কম্পিউটার সেন্টারের ছাত্রী ছিল এবং উদ্যমীর সহযোগিতায় স্কলারশিপ পেয়ে সেও তার পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। আজ আমার বোনও কর্মরতা।

আমরা যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি সেখানে মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে বেরোনো নিষিদ্ধ ছিল। চাকরি করা তো দূর অস্ত! সেখানে আমরা দুই বোন আজ স্বাবলম্বী। আজ আমরা আমাদের পরিবারের হাল ধরেছি। আমাদের দেখেই আমাদের অঞ্চলের একাধিক ছেলেমেয়ে এই কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হয়। বর্তমানে তারাও বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করছে। হ্যাঁ আমরা উদাহরণ তৈরি করতে পেরেছি, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছি, যে অনুপ্রেরণা আমরা পেয়েছিলাম রাবিয়া ম্যামের কাছ থেকে। এখন আমাদের পরিবারেও সকলের একটি মত যে, বড় হয়ে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও তারপরে বাকি সিদ্ধান্ত। রাবিয়া ম্যাম আমাদের শিখিয়েছিলেন কিভাবে মাথা উঁচু করে সৎ পথে এগিয়ে চলা যায়। হ্যাঁ জীবনে অনেক বাধা-বিপত্তি আসবেই, সেই বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার রাস্তাটাও তিনি আমাকে শিখিয়ে গেছেন। আজ বেশ কয়েক বছর তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পাথেয় করে এগিয়ে চলেছি। যে ভাবে উদ্যমীও হাজার হাজার প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের আশার আলো যোগাচ্ছে।

অ্যালিসন ও উদ্যমী

Uddami
উদ্যমী
Computer Training Center
158/4, PRINCE ANWAR SHAH ROAD, KOL-45
(Ground Floor)

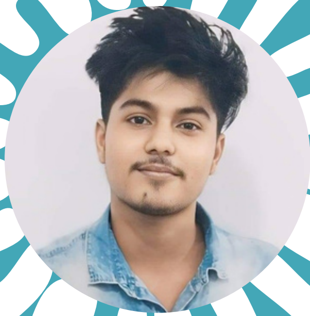

শিক্ষার জ্ঞান

অভিষেক সরদার, প্রাক্তনী

সমাজ জুড়ে আজ শিক্ষার লড়াই,
তবু মনুষ্যত্ব ছেড়ে করি অর্থের বড়াই।
ইংরেজি জানলেই নিজেকে শিক্ষিত ভাবি,
কম্পিউটার শিখতে গেলেও বিদেশি ভাষার দাবি।
পরিবেশ শেখায় কঠিন বাস্তবতা,
পরিবার বোঝায় অর্থের ক্ষমতা।
উন্নতির স্বপ্ন যদিও সবাই দেখে,
স্বপ্নপূরণের ভাগ্য কি আর সবার থাকে?
সমাজে মধ্যবিত্তদের পরিশ্রমে দিন যায়
প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সুখ-বিলাসে দিন কাটায়।
যুব সমাজের জন্য জ্ঞানের উন্নয়ন,
করে যাচ্ছে নিরন্তর উদ্যমী ফাউন্ডেশন।
দিনে দিনে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যে পৌঁছতে
এই সংগঠনের চেষ্টা উচ্চতা ছুঁতে।
আত্মবিশ্বাস বাড়াতে শিক্ষার দ্বারা,
তৈরি হল প্রশিক্ষণের নিত্য নতুন ধারা।
সমাজ হোক শিক্ষার আলোয় আলোময়
হিংসা বিবাদ ফেলে জীবন হোক সুখময়।

সমাজ

অর্চনা মিশ্র, শিক্ষিকা

এই যে সমাজ তুমি যে কোথায়
কেউ জানে না তা
তবুও মানুষ নাকি চলে
সমাজের তালে তালে
বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ-শান্তি সবই তো তোমার রীতি
আবার ধর্ষণ, বহুবিবাহ এসবও তোমাতে প্রচলিত
অপরাধীরা শাস্তি পায় না
নিরপরাধীরা পায় না যে বিচার
জেনে এসেছি বহুকাল থেকে
মানুষ নিয়েই তুমি গঠিত
তোমাতেই সম্পূর্ণ এ সংসার।

আমি কি কবি

আমি কি কবি?
মুখোশ পরিয়া কবিতা লিখিয়াছি
মানুষে মানুষে বিভেদ গড়িয়াছি
তাই তো ভাবি, আমি কি কবি?
বোলপুর আর শান্তিনিকেতন
যাহারা গিয়াছে সবাই কি রবি?
তাই তো ভাবি, আমি কি কবি?

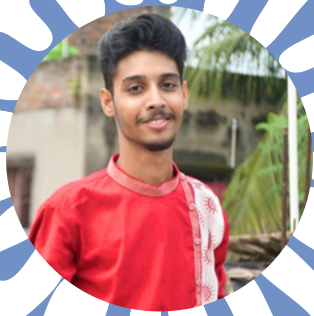

দাবা

ঋজু প্রামাণিক, প্রাক্তনী

জীবনটা হল সাদা-কালো,
ঠিক যেমন দাবার ঘরগুলো।
জীবন দাবায় ভুল চাল হলে-
মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে ঢলে।
সিপাহি যাবে একঘর,
জীবনে কয়েক আপন বাকি সব পর।
কোণে কোণে গজ যাবে,
সব মানুষকে বিশ্বাস করলেই মরতে হবে।
নৌকো যাবে সোজাসুজি,
হারিয়ে যাওয়া মানুষদের বৃথাই কোরো না খোঁজাখুঁজি।
সব ঘরে যেমন মন্ত্রী যাবে,
তার মতোই হতে হবে।
রাজা আবার একঘর যায়,
শক্তি থাকলেও আছে তার ভয়।
ঘোড়া যাবে আড়াই কোটে,
সফল হলে তুমি, ফুলের মতো উঠবে ফুটে।
যদি কোনো চালে ভুল হয়;
চেক-মেট তবে হবে নিশ্চয়।
সব ঘুঁটি হেরে গেলে, তবেই হবে বাজিমাৎ!
জীবন যুদ্ধে জিততে হলে ভালো কর্মই একমাত্র পথ।

পিকনিক

রনজয়, প্রাক্তনী

মৃদু-মন্দ বইছে হাওয়া,
জমিয়ে আসর চলছে খাওয়া।

শীত দুপুরের সুয্যি মামা,
যেন, নলেন গুড়ের রসগোল্লা।

রসিক আমি পেটুক ভারি,
তা বলে কি লজ্জা করি!

কোপ্তা কালিয়া পোলাও মটন,
রান্না যে, সব নতুন রকম।

গন্ধ যদি নাকে আসে,
পাত পেড়ে বসবো পাশে।

না দিয়ে তুমি যাবে কোথায়?
বাঁদরছানা ডিগবাজি খায়।

নতুন স্বপ্ন

ফারদিন খান, প্রাক্তনী

বজবজ থেকে ট্রেনে করে লেক গার্ডেন্স, সোম থেকে শুক্র -এর কোনও অন্যথা হয়নি। উদ্যমীতে তখন কম্পিউটার শিখছি। ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য মাধ্যমিকের পরে পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হল। এরপর বাবার সঙ্গে ইলেকট্রিকের কাজে লেগে পড়লাম। বিভিন্ন অফিস, কারখানা, অন্যের বাড়ি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমি বাবার সাথে ইলেকট্রিকের কাজ করতে লাগলাম।

তবে মনের মধ্যে সুপ্তবাসনা ছিল পড়াশোনাটাকে চালিয়ে যাব। উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য আমি মুক্ত বিদ্যালয় ভর্তি হয়েছিলাম। করোনা ভাইরাস আসার ফলে সেও বন্ধ হয়ে গেল। করোনা বিপর্যয় এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল আমাদের পরিবারকে। এইরকম পরিস্থিতিতে সমস্ত স্বপ্ন দেখা ছেড়ে আমি বাস্তবতার মাটিতে নেমে আসি। সংসারের কিছুটা দায়িত্ব নেওয়া এবং বাবার পাশে দাঁড়ানোর জন্য একটি কাজ খুঁজতে থাকি। কিন্তু সেভাবে কোনও স্কিল বা পড়াশোনা না থাকার জন্য কাজ পেতে সমস্যায় পড়তে হয়। এই সময় আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে "উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন" -এর কম্পিউটার কোর্সের কথা জানতে পারি এবং সেখানে ভর্তি হই। কম্পিউটারের সাথে সাথে আমি সেখান থেকে স্পোকেন ইংলিশ এবং লাইফস্কিলস্ এই কোর্স দুটোও করি।

ধীরে ধীরে নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু করি এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। সেই কোর্স করতে করতেই আমি জানতে পারি উদ্যমীর সহযোগিতায় একটি ফটোগ্রাফি কোর্স করানো হবে। আমার এই বিষয়ে একটু আগ্রহ ছিল। বন্ধুরা যখন ছবি তুলত আমি দেখতাম, খুব ভালো লাগতো কিন্তু দামি ফোন ছিল না, আর ক্যামেরার কথাতো দূরত্ব।

আমি একটা দ্বিধা নিয়েই এই কোর্সে ভর্তি হয়ে যাই। এই কোর্সে ভর্তির জন্য VS Studio একটি পরীক্ষা নেয়। সেখানে উদ্যমীর ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন থেকে মোট ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ১১ জন পাশ করে। যারা পরবর্তীতে VS Studio -এর তত্ত্বাবধানে ফটোগ্রাফি কোর্সটি করার সুযোগ পায়। সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। এরপর নতুন যাত্রা শুরু হল! একটি বিদেশি সংস্থার তত্ত্বাবধানে ছবি তোলা শেখানো এবং কাজ শেখার অভিজ্ঞতা অনবদ্য। হাতে-কলমে কাজ শিখতে থাকি। লাইট, ফোকাস, অ্যাঙ্গেল, অবজেক্ট প্রত্যেকটি বিষয় নিখুঁতভাবে কাজ শেখানো হয়। কলকাতার নামজাদা সংস্থায় আমাদের নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে ছবি তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে এবং সবশেষে একটি পরীক্ষা ও আমাদের তোলা ছবির এক্সিবিশন, এভাবে আমার নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু হলো। একই সাথে কম্পিউটার কোর্সটিও শেষ হয়। যেটা আমার পরবর্তীতে কর্ম ক্ষেত্রে ভীষণভাবে সাহায্য করে। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও পাস করি। এখন আমি ছোট ছোট ইভেন্টে একাই ছবি তুলি। বর্তমানে আমার বাড়িতেই আমি ছোট্ট একটা স্টুডিও গড়ে তুলেছি। আজ আমি পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছি। উদ্যমী আমাকে শেখালো যে, পথের কোন শেষ হয় না। যেখানে একটা পথ শেষ হয়, সেখান থেকেই অন্য পথের শুরু। আমাকে নতুন এক স্বপ্ন দেখানোর জন্য উদ্যামীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

উদ্যমী আমার পরিবার

নেহা গাজী, শিক্ষিকা

অনেক ছাত্রীর মতো আমিও ছোটবেলা থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইতাম। অবশ্য "নিজের পায়ে দাঁড়ানো" ব্যাপারটা যে অতটাও সহজ নয় সেটা একটু বড় হওয়ার পরেই বুঝতে পারলাম। আমি একটি সাধারণ পরিবারের বড় মেয়ে। আমার ছোট বোন, বাবা আর মা এই কজনকে নিয়েই আমার পরিবার ছিল। আমার মনেহয় বেশিরভাগ মেয়েই তাদের নিজের পরিবারকে খুশি দেখতে চায়। ঠিক তেমনি আমিও চাইতাম আমার পরিবার যেন ভালো থাকে। ভালো অবশ্য আমরা ছিলামও। টানাটানির সংসার হলেও বাড়িটা ছিল নিজস্ব। তাই কোনোরকমে সাধারণ খাওয়া পরা নিয়ে আমাদের কোনো ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু আশেপাশে অনেকের প্রাচুর্য দেখে আর নিজের বাবা মাকে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে দেখে মনে হতো আমি কবে এঁদের পাশে দাঁড়াতে পারবো?

উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বন্ধুর সহায়তায় প্রথম উদ্যমীতে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হই। এখানে সকলের আন্তরিক ব্যবহার আর আপন করে নেওয়ার মানসিকতায় আস্তে আস্তে এই সংগঠন আমার আরেক পরিবার হয়ে ওঠে। রাবিয়া ম্যামের উপদেশ মেনে টিচার্স ট্রেনিং নি, আর এখন আমি এখানেই কম্পিউটার শিক্ষিকা। শুধু এইটুকু বললে অবশ্য উদ্যমী সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাবেনা। এই সংগঠন আমাদের আরেকটা পরিবার। ঠিক নিজের পরিবারের মতো এই পরিবারকেও আমরা খুশি দেখতে চাই। সাধারণ চাকরিতে মানুষ শুধু রোজগারের কথাটাই ভাবে, কিন্তু এখানে আমরা সকলে সকলের কথা ভাবি। কেউ ভেঙে পড়লে ছোট থেকে বড় সকলে তার পাশে দাঁড়ায়। কেউ সফল হলে সকলে তার আনন্দে আনন্দিত হয়। এই স্বার্থপর যুগের মরুভূমিতে উদ্যমী আমাদের জন্য মরুদ্যান। এই সংগঠন শুধু আমাকে না, আমার মতো অনেককে নিজের রাস্তা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।

এখন আমি বিয়েও করেছি এবং একটি সন্তানের মা এখনও আমি স্বপ্ন দেখি উদ্যমীর বন্ধুদের আর ম্যামদের সহযোগীতায়। আমি স্বপ্ন দেখি নিজস্ব একটা বাড়ির, যে বাড়িটা আমার রোজগারের টাকায় তৈরি হবে। এই স্বপ্ন পূরণে আমার পাশে আছে আমার পরিবার। হ্যাঁ, উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, আমার পরিবার।

উদ্দামীও তখন ছোট ছিল। যেমন আমি আমার একান্নবর্তী পরিবারে ভাইবোনদের সঙ্গে বড় হয়েছি, তেমনি উদ্দামীর সঙ্গেও আমিও বড় হয়ে উঠেছি। তখন অনেকটাই ছোট ছিলাম, অনেক কাজ জানতাম না। একই কাজ বারবার করতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে। আমি গত এগারো বছর ধরে কাজ করছি। একসময় ঠিক করেছিলাম, যদি না পারি তাহলে কাজ ছেড়ে দেবা কিন্তু আজ আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করছি।

নতুন ভোর

মিত্রা (নাম পরিবর্তিত), প্রাক্তনী

ডিমেনশিয়া পেশেন্ট নিয়ে কাজ অর্থাৎ যে মানুষগুলো কিছু মনে রাখতে পারে না, আমি সেই রকমই একটি সংস্থায় চাকরি করি। হ্যাঁ, আমিও আমার জীবনের বেশ অনেকটা সময় ভুলে থাকতে চাই। সেই অন্ধকারতম সময় যেন আমার মত কোনও মেয়ের জীবনে না আসে।

আমি মেদিনীপুরের এক অজপাড়াগাঁয়ে থাকতাম, ছোটবেলাটা বেশ ভালই কেটেছে। আমি পড়াশোনাতেও বেশ ভালই ছিলাম। অনেক স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে নার্স হবো। হ্যাঁ, আমি আজ একজন নার্স। কিন্তু আমার পড়াশোনাটা আর পাঁচটা মেয়ের মত স্বাভাবিক পরিস্থিতির ভেতরে হয়নি। আপনারা আপনাদের পরিবারের যাকে সর্বোচ্চ অভিভাবক বলে ভাবেন, আমি সেই মানুষটির কাছেই শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হই। সে এক বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মত আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

অত্যাচারে সীমা যখন চরমে পৌঁছয়, সেরকমই এক দিনে আমি ঠিক করি, আর না! এবার আমাকে জীবনের অন্যতম সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি এসে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রোটেকশন হোমে আশ্রয় নিই এবং সেখান থেকেই প্রশাসনের সাহায্য নিই। বর্তমানে সেই নির্যাতনকারী মানুষটি কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে দিন যাপন করছেন।

আমার পরবর্তী পড়াশোনা সেই হোম থেকেই। সেই হোমের সূত্রেই আমি উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করি এবং জুনিয়র নার্সিং -এর কোর্সে ভর্তি হই। নিয়মিত ক্লাস করা, প্রাকটিক্যাল ক্লাস করা এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা, এই ছিল আমার অধ্যবসায়। তখন অবশ্য আমি হোম থেকেই যাতায়াত করেছি। কিন্তু সেই সময়টাও ছিল আমার কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জিং সময়। সেইসময় যেহেতু আমি প্রাপ্তবয়স্ক, তাই সরকারি নিয়ম অনুসারে আর আমাকে হোমে রাখা যাবে না। কিন্তু আমি যে বাড়িতেও ফিরতে পারবো না। এরই ভেতর উদ্যমী থেকে আমাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সেই সময়টা ছিল আমার কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মত। বাড়ি থেকে দূরে, শহর কলকাতায় একটি মেয়ে একা কীভাবে থাকবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কিন্তু চাকরিটি যেহেতু রেসিডেন্সিয়াল তাই আমিও হ্যাঁ বলে কাজে যোগ দিলাম। আজ দেখতে দেখতে তিন বছর হয়ে গেল। বর্তমানে যে সংস্থায় কাজ করছি, সত্যি বলতে এত ভালবাসা ও স্নেহ পেয়েছি যা বলে বোঝাতে পারবো না। ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত মানুষগুলির মত আমিও আমার অতীতকে ভুলে থাকার চেষ্টা করছি।

আমার এই লড়াইয়ে যেমন একাধিক শুভাকাঙ্ক্ষীর আশীর্বাদ পেয়েছি তেমন পেয়েছি এক সহযোদ্ধা যে, আমার সমস্ত অতীত জেনেও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং আমার এই লড়াইয়ে সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আজ আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সুখী। হ্যাঁ, বাড়ির সাথে যোগাযোগ আছে, সত্যি বলতে সেই ভাবে বাড়িতে না গেলেও, ছোট ছোট ভাই-বোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার আয়ের বেশীর ভাগ টাকাটাই আমি তাদেরকে পাঠাই, যাতে ওরা অন্তত পড়াশোনা করে মানুষের মত মানুষ হতে পারে।

জীবনের লড়াইয়ে বারবার হোঁচট খেলেও, উঠে দাঁড়ানোর সময় যে হাতগুলি আমার সহায় হয়েছে তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আর আমার এই লেখনীর শেষ প্রান্তে এসে সকল পাঠককে একটা কথাই বলতে চাই যে, জীবনে আলো-আঁধারের খেলা চলতেই থাকবে!

ঘুটঘুটে অন্ধকারের পরেও নতুন সূর্য উঠবেই, শুধু নিজের উপর বিশ্বাসটা রাখতে হবে।

শিক্ষা, সামাজিকতা ও মানবিকতা -এদের পরম্পরার গুরুত্ব

ডঃ অমৃতা দত্ত, অধ্যাপিকা

আমরা অনেকেই অবহিত যে উপযুক্ত শিক্ষায় আসে সামাজিকতা তথা মানবিকতার মত উৎকর্ষ মূল্যবোধ। ' সামাজিকতা ' ও ' মানবিকতা ' কথা দুটি শুনতে ছোট অথচ ব্যঞ্জনায় ভরপুর - এদের অনুপস্থিতিতে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। এই জীবনের কোন কিছুকে তুচ্ছ বা শুধুই যথার্থ বলে দাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। জীবন ও জগতে শর্টকাট কোন রুট ফলো করা বা অনুসরণ করা কি ঠিক? এরপরেও বলবো যে অস্কার পুরস্কার প্রাপক পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সেই ভূতের রাজার কালজয়ী উপদেশের কথা যেখানে বাঁকা পথের পরিবর্তে সোজা পথ বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উপযুক্ত সাফল্য আসে সোজা পথে চললে, হয়তো বিলম্ব হবে কিঞ্চিৎ কিন্তু জীবনে শান্তি বজায় থাকে।

জীবন থেকে আমরা এমন অনেক কিছু শিখি যা বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেখার থেকে কম কিছু নয়। যেমন, হয়তো আমাদের অনেক পরিবারের সেই সামর্থ্য নেই, যে সব পাঠ্য সামগ্রী তাদের সন্তানদের কিনে দেবার বা শিক্ষার্থীর সব চাহিদা পূরণ করার সামর্থ্য থাকে না। তাতে কি, যা তাদের পরিবারের গুরুজনেরা পারছেন তার মধ্যেই কি করনীয় তা সেই শিক্ষার্থীকেই বুঝে নিতে হবে। এবং মনে করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে তারা যা পাচ্ছে, অনেকে এসবও পাচ্ছে না। এই ধরনের সহনশীলতা, এই রকমের ব্যালেন্সিং এ্যাটিটিউড থেকে ক্রমে শিক্ষা বিষয়ে সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব।

সার্থক শিক্ষাদানের জন্য চাই- সার্থক পরিকল্পনা, সার্থক ও যুগোপযোগী কারিকুলাম, আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রাঙ্গণ, খেলাধুলার মাঠ এবং উপযুক্ত পরিবেশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ সমস্ত কিছুর সহাবস্থানেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সম্ভবপর হয়।

তবে এই পরিসরেই বলবো যে আমরা এখন যেমন মনে করি যে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়-ই একমাত্র শিক্ষাদানের কেন্দ্র- এমনটা ভাবার কিছু নেই। আগে পরিবারগুলি, যেগুলিকে অন্যতম প্রাথমিক গোষ্ঠী বলা যায় - সেগুলির সদস্যরাও শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। আর যৌথ পরিবারে এমন অনেক শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং মেধাবী ব্যক্তি থাকতেন যারা শিশু শিক্ষার্থীকে ৫/৬ বছরের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর দরকার আছে বলে মনে করতেন না। শিক্ষার্থীরা শিশু বয়স থেকেই বাড়িতে গুরুজনদের কাছে কত কিছু শিখে যেত। মূল্যবোধের কত গল্প, কত ছড়া বাড়ির সদস্যদের কাছে শিখতো, প্রতিবেশীদের কাছে শিখত- তা বলার নয়। কিন্তু এখন তো যৌথ পরিবারের সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। মা-বাবা আর এক বা দুই সন্তানের পরিবারে, বাচ্চাদের টেনে টেনে বড় করা হচ্ছে। বাবারা তো কাজে বেরোচ্ছেন এবং বেরোতে হয়-ই। কিন্তু মাকেও বেরোতে দেখা যাচ্ছে উপার্জনের জন্য। সত্যিই তো মা কেন স্বাবলম্বী হবেন না? সমাজের উন্নতিতে মায়েদেরও তো অবদান আছে। কিন্তু এমন অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন যে কেবল কর্মক্ষেত্র থেকে তার বা তাদের যাতায়াতের খরচ টুকুই অনেকে উপার্জন করছে, তবু বাড়িতে সময় দিতে তারা একেবারেই অনিচ্ছুক।

আচ্ছা বলুন তো বাচ্চাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দিতে গিয়ে মায়েদেরকে আগে প্রতিষ্ঠানের বাইরে কাগজ পেতে বা কারোর বাড়ির রোয়াকে বসে থাকতে হতো?

আজ পাড়ায় পাড়ায় এই দৃশ্যই আমরা দেখি। এই ধরনের সুরক্ষা বলয়ে শিশুকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখলে তা কি শিশুর ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির সহায়ক হবে? আজকের দিনে শিশুর শৈশবের দিন বলে কিছু থাকছে না। দু বছরেই আবার শিক্ষাঙ্গনে শিশুর নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক। প্রতিযোগিতার ট্রেনিং -এ বিদ্যালয় শেষে আবার ওই বিদ্যালয়েরই ক্লাস টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়তে পাঠানো হয়। এইভাবে, বাবা যখন কাজ শেষে বাড়িতে ঢুকছেন, তখন মা তার শিশুকে নিয়ে যেন কারখানা থেকে ফিরছেন। মায়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও প্রাইভেট টিউশনে শিশুকে পাঠাচ্ছেন কেন? বাড়িতে বিদ্যালয় থেকে আসার পর খেলাধুলার সময় দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় নিজেরাই পরম স্নেহভরে পড়াতে পারেন না কি?

একবার সকলে ভাবার দরকার আছে যে যৌথ পরিবার দাদু-দিদা-কাকা পিসির সম্পর্কগুলো থেকেও শিশুটি কিছু পেতে পারতো। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে আগেকার দাদু- ঠাকুমা, কাকা পিসিরা যে ভূমিকা, যে আনুগত্য ও বন্ডিংয়ের দৃঢ়তা পরিবারের মধ্যে বজায় রাখতে দায়বদ্ধ থাকতেন, এখন তা খুব কমই দেখা যায়। প্রত্যেকেই এখন ডিম্যান্ডিং সংসারের। পরিবারের একতা বা যূথবদ্ধতাকে অক্ষুন্ন রাখতে সকলের সহ্যের সীমাকে অনেক বাড়াতে হয়। কারণ পরিবারের সকলে এক রকম স্বভাবের হয় না। যেসব যৌথ পরিবার গুলি এখনো টিকে আছে, বিপদে উৎসবে, সুখে- দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানোর লোকের অভাব হয় না। মনে পড়ছে আচার্য কৌটিল্যের সেই কথা, যেখানে তিনি বলেছেন যে, অর্থ বলের থেকে জনবল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মনে পড়ছে লেখিকা নবনীতা দেব সেনের সেই কথা যার মধ্যে আমরা পাই - সেই একত্রে বেঁধে বেঁধে থাকার কথা।
আমরা বোধহয় কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে, শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ শুরু হয় এই পরিবারগুলি থেকে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পর সুপারস্ট্রাকচার মানে মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় তথা গবেষণামূলক শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং এর সাথে সাথে সামাজিকতা বোধ, সমাজের উন্নয়নের ভাবনা, নানা ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ইত্যাদি ক্রিয়া-কলাপ চলতে থাকে।

আসলে আমরা কিন্তু কেবল একটা পরিবারে জন্মাই না, আমরা পরিবার তথা একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো যুক্ত সমাজের কোলে জন্মাই। পরিবারের কোনো সদস্য যখন কোন বিভাগ এ বিশেষ কৃতি হন তখন কেবল পরিবারের অপরাপর সদস্যরা উৎফুল্ল হন না, সাথে সাথে সেই পরিবারের সাথে জড়িত পাড়া প্রতিবেশীরা, রাজ্যের মানুষেরাও বিশেষ গর্ববোধ করেন এবং এ রকমই তো হওয়ার কথা। পরিবারের সব সদস্যদেরই তো সমাজের উন্নতিকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। সামাজিকতা ব্যাপারটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। আমরা এমন অনেক তথাকথিত শিক্ষিত মানুষকে জানি, যারা সমাজের মানুষজনের সাথে মেলামেশা করা কিংবা ভাবের আদান-প্রদান করার বিষয়ে খুবই উদাসীন। যেহেতু আমরা সামাজিক জীব এবং সমাজ আমাদের কাছে এক জাগ্রত অভিভাবক এবং আরো অনেক কিছু, তাই ব্যক্তি মানুষের শিক্ষার উন্নতিতে কেবল তাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে এরকম ভাবনা-চিন্তা মোটেই আদর্শমূলক নয় বরং আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতিতে সামাজিক উন্নতি কতখানি প্রসারিত হবে -সেই রকম ভাবেই ভাবতে হবে এবং তাতেই আমরা প্রকৃত অর্থে সামাজিক হয়ে উঠবো।
শিক্ষিত মানুষদের প্রভাবে এরকম আশা করা যায় যে, সামাজিক পরিবেশে সুস্থ আবহাওয়া বজায় থাকবে। যে সমস্ত কাজ সমাজে স্বীকৃত নয়, সেসবের প্রতি সমাজের অধিকাংশের মধ্যে এক প্রকারের বিমুখ মনোভাব স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার কথা। যে সমাজে সমাজস্থ মানুষেরা যত বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত হবেন, ততো বেশি সেই সমাজ তড়িৎ গতিতে শিক্ষা- সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শুধু নয়; সর্বত্র যথাযথ প্রগতির স্বাক্ষর বজায় রাখবে।

অতএব, "শিক্ষা" ব্যাপারটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কেন একে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়- তা অনুধাবন করা মনে হয় এখন আর দুঃসাধ্য হবে না। প্রকৃত শিক্ষিত মানুষেরা কিন্তু অহংকারের আবর্জনায় নিমজ্জিত হন না। জ্ঞান থাকলে তো সবার মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তা তো কুক্ষিগত করে রাখার বিষয় নয়। বরং যারা অল্পজ্ঞানী তারাই ভীষণ অহংকারী হন, ক্ষমতা লোভী হন। সে যাইহোক, জনমানসে এইরকম ধারণায় আছে যে প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত জ্ঞানী যে সমাজে বহুল পরিমাণে আছেন -সেই সমাজের উন্নতি তত বেশি পরিলক্ষিত হবেই। আর স্বভাবতই সকলে মানবেন যে, শিক্ষা ও সামাজিকতার একত্র অবস্থানে মানবিকতার মত মহৎ বৃত্তির পথও প্রসারিত হয়।

আমরা স্বাভাবিকভাবে বলে থাকি, মানুষের অসাধারণ গুণ মানেই তাদের "মনুষ্যত্ববোধ"। কিন্তু আমরা কি আমাদের আশেপাশে সবার মধ্যেই মনুষত্ববোধের বিকাশ দেখতে পাই ? কোন একজনকে কোথাও বিপদে পড়তে দেখলে ক'জন আমরা সেই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসি? বরং এরকম দেখি যে আস্তে করে পাশ কাটিয়ে সেই জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাই! আসলে একটা বিশেষ যূথবদ্ধতার ওপর আমি এখানে জোর দিতে চাই, যে প্রকৃত শিক্ষা আমাদের মধ্যে এক শুদ্ধ চেতনাবোধ জাগ্রত করে - যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সামাজিক হওয়ার গুরুত্ব তথা মানবিকতার প্রয়োজনীয়তা কোথায় -এ সমস্ত কিছু সম্বন্ধে আমাদের যথাযথ উপলব্ধিবোধ জন্মায়।

ইদানিংকালে, আমরা অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দেখতে পাই - যে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলি এমন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ, সমাজসেবামূলক কাজ, মানবকল্যাণের কাজ করে এবং সেই কাজের গুরুত্ব সমাজে সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায় বলে সেই সংগঠন গুলি যেমন কাজের আনন্দ পান তেমন সমাজের মানুষেরা যারা এই সাহায্য পাচ্ছেন তারাও অত্যন্ত উপকৃত হন। এই যে পারস্পরিকতা, এই যে মানবিকবোধ, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাদেরকে এই মূল্যবোধে আস্থাভাজন
করার শিক্ষা দেয় যে সামাজিকতা ও মানবিকতার সমান্তরাল গুরুত্ব অপরিসীম।

ছাত্রী থেকে শিক্ষিকা

সুস্মিতা পান্ডা, প্রাক্তনী

আমার পথ চলা শুরু হয় উদ্যমীর সাথে ২০১৬ সাল থেকে। আমি, আমার দিদার সাথে এসে উদ্যমীর কম্পিউটার কোর্সের ফর্ম ফিলাপ করি। কিন্তু আমার উদ্যমীতে কম্পিউটার কোর্স শুরু করাটা সহজ ছিল না, কারণ প্রথমবার আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরে বুঝেছিলাম, আমার ছেলেমানুষী এর জন্য দায়ী ছিল। এক প্রকার হতাশ হয়েই বাড়িতে ফেরত যাই। ভেবেছিলাম আমি হয়তো আর সুযোগটি পাব না, কিন্তু প্রায় একমাস পরে হঠাৎ করেই একদিন আমার কাছে খবর আসে আমাকে পুনরায় আর একবার সুযোগ দেওয়া হবে। আমি কম্পিউটার ক্লাস শুরু করি। কম্পিউটার ক্লাসের নিয়মনীতি নিয়ে আপনারা সকলেই অবগত। নিয়মিত ক্লাস, ছুটি করা যাবেনা, দেরি করে ক্লাসে আসা যাবেনা, ক্লাসে নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে এবং সর্বোপরি টাইপিং। কিন্তু ক্লাস করতে করতে বুঝেছিলাম, এই কঠোর অধ্যাবসায় জীবনের চলার পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রথম দিন ক্লাস করে বাড়ি যাওয়ার পর মায়ের কাছে খুব কেঁদেছিলাম এবং বলেছিলাম আমি আর ক্লাস করবো না। সেটার কারণ ছিল, উদ্যমীতে এত নিয়ম আর রাবিয়া ম্যামকে খুব ভয় লাগতো। কিন্তু আমার মা কোনও কথা না শুনেই বকা দিয়ে ক্লাস করতে পাঠায়। ধীরে ধীরে ক্লাসের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা তৈরি হয়। আর রাবিয়া ম্যামের শাসন , বকা, ভালোবাসা, স্নেহ সবটাই মিলিয়ে আমার কাছে এক ভরসার জায়গা তৈরি হয়। কিন্তু সত্যি বলতে পরবর্তিতে আমি কোনদিনই ভাবিনি যে, আমার কর্মজীবনের সূচনাও এই উদ্যমীতেই হবে। আমি এখানেই টিচার ট্রেনিং শেষ করি এবং পার্ট টাইম টিচার থেকে ফুলটাইম টিচার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি।

ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠাটা আমার কাছে আর পাঁচটা সাধারন মেয়ের মত ছিল না। পরিবারের ভাঙ্গন বুঝিয়ে দিয়েছিল জীবনের লড়াইয়ের পথটা এতটা সহজ নয়। মাকে দেখেছিলাম আমাদের দুই বোনকে নিয়ে শহর কলকাতায় কিভাবে বেঁচে থাকার লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় দেখতাম আমাদের দুবেলা পেট ভর্তি করে খাবার যোগাতে গিয়ে মা ভীষণ ক্লান্ত। সেই সময় মাথার উপর কোনও ছাদ ও ছিল না। তখনই বুঝেছিলাম জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে গেলে এই লড়াইয়ে আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। সেদিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মায়ের এই কঠিন লড়াইয়ে আমরাও পাশে দাঁড়াবো।

আমার বোনও উদ্যমী থেকে কম্পিউটার কোর্স শেষ করে বর্তমানে সেও কর্মরতা। আজ আমাদের নিজস্ব একটি বাড়ি আছে। মায়ের কঠিন লড়াই কিছুটা হলেও আজ লাঘব করতে পেরেছি। বর্তমানে আমি আমার, মা ও বোন এই তিনজনে মিলে বেশ ভালো আছি। আর এই ভালো থাকার পেছনে আমার কর্মস্থল "উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন" -এর অবদান অনস্বীকার্য। আমার মত হাজার হাজার ছেলে মেয়ের ভরসার জায়গা উদ্যমী।

আত্মনির্ভরশীল-মা

অসীমা বেগম, প্রাক্তনী

আমাদের চারপাশে নারীদের অবস্থা দেখে, তাদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারলে, সমাজে অবহেলিত হয়ে থেকে যেতে হবে। আমি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বড় হয়েছি, দেখেছি আর্থিক অনটন। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকার ফলে অনেক স্বপ্নই অধরা থেকে গেছে। আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই কিন্তু অকৃতকার্য হওয়ার ফলে আর পড়া হয়নি। তারপরেই বুঝেছিলাম মেয়ে মানেই শুধু সমাজের নয় বরং পরিবারেরও বোঝা। কিছুদিন পরেই আমার বিয়ে দেওয়া হল। এই ভাবেই দিনের পর দিন চলতে লাগল। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম, যখন আমার মেয়ে হল। দারিদ্রতা কিন্তু তখনও আমার পিছু ছাড়েনি। সংসার জীবনে নিমজ্জিত থেকে মেয়েকে বড় করে তুলতে লাগলাম। আমাদের তিন জনের পরিবারে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও মোটামুটি ভাবে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থেকেই গেছিল যে, এইভাবে আর কতদিন? তারপর মেয়ে অনেকটাই বড় হয়ে গেল।

আমি আমার এক পরিচিতের মাধ্যমে জানতে পারি যে উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মেয়েদের স্বনির্ভর করার জন্য কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন প্রকৌশলী ট্রেনিং দিয়ে তাদের চাকরির বন্দোবস্ত করে দেয় এবং সাবলম্বী করে তোলে। আমি আমার মেয়েকে উদ্যমীতে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি করাই। আমার মেয়ের কম্পিউটার ক্লাসে, একদিন শিক্ষিকাদের সাথে অভিভাবকদের মিটিং -এর সময় আমি উদ্যমীতে আসি এবং হর্ষ ম্যাম কে অনুরোধ করি যদি আমাদের মত মায়েরা, যারা সেইভাবে পড়াশোনা করতে পারেনি, তাদের জন্য যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়, যেখান থেকে আমরা কিছু করতে পারবো।

কিছুদিন পরেই আমি আমার মেয়ের কাছে খবর পাই উদ্যমীতে টেলারিং শেখানো হবে আর শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা নেই। আমি এবার নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। আমি টেলারিং ক্লাসে ভর্তি হলাম। মা ও মেয়ের এ এক অন্যরকম লড়াই, স্বনির্ভর হওয়ার লড়াই, ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। আমি টানা ছয় মাস সেলাই শিখি। বিভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন রকমের সেলাই। মেশিনের সাহায্যে টুকরো টুকরো কাপড় সেলাই করে জোড়া লাগিয়ে যেমন একটি ড্রেস তৈরি করা হয়, সেই রকম আমিও আমার টুকরো টুকরো স্বপ্নগুলোকে এইভাবে জোড়া লাগাতে শুরু করলাম।
এরপর উদ্যমীর সহযোগিতায় আমি বাড়িতেই কাজ শুরু করি। বিভিন্ন অর্ডার নিয়ে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে থাকি, সাথে টাকা জমিয়ে জামা-কাপড়ও বিক্রি করছি। আমি আরো একটি ব্যবসা শুরু করেছি এবং ট্রেড লাইসেন্সও করে ফেলেছি।

আজ আমি একজন স্বনির্ভর মা। এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয় যে বর্তমানে আমি মুক্ত বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, সামনেই আমার পরীক্ষা। এদিকে উদ্যমীতে কম্পিউটার শেখা শেষ করে মেয়ে এখন চাকরি করছে। তিনজনের সংসারে আমরা আজ সকলেই স্বাবলম্বী। নিজেরাই নিজেদের সহায়। আমি নিজেও আমার মত আমার আশেপাশের অনেক মহিলাদেরকে পড়াশোনা করার জন্য এবং জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সব সময় সাহস জোগাই। আমার মত অনেকেই যারা স্বপ্ন দেখেনি কোনদিন তারাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আমার সাথে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব পড়াশোনা শুরু করেছে। এখন কেউ কোনও কাজের খবর চাইলে আমি উদ্যমীর সাথে সবাইকে যোগাযোগ করিয়ে দিই। ইতিমধ্যে আমি উদ্যমীতে অনেককেই পাঠিয়েছি, তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করছে। এইভাবে আমরা যদি সবাই একসাথে এগোতে পারি আমরা সুন্দর একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।

কালো মেয়ে

মাকছুরা পারভিন, প্রাক্তনী

কালোর আলোয় পূর্ণ ভুবন
কালোরে করিস ঘৃণা।
কালোর বিভায় হচ্ছে আলো
বিশ্বের সকল কণা।
কালোর আলোয় উঠছে গড়ে ছোট্ট শিশুর প্রাণ,
কালোর জোরে আসছে দেশে হাজারো সম্মান।
সব কালোকে মেনে নিলেও
কালো নারীরা অচ্ছুৎ।
আজব এই পৃথিবীর
রীতিনীতি খুব অদ্ভুত।
স্রষ্টার সৃষ্টি সবাই আমরা
তবে বর্ণভেদ কেন?
কালোর আলোয় মাতলো ভুবন
ভুলেই গেছি যেন।
কালো চোখে দেখি ভুবন
নিত্য নতুন রং বাহারি।
কালো রাতে চেয়ে দেখি
দীপাবলির আলো রকমারি।
কেন তবে অহংকার
একটু সাদা রংটি নিয়ে,
জেনো গায়ের কালো ঢের ভালো
মনের কালোর চেয়ে।
কালো নারীও দেয় ঘুচিয়ে
সমাজের অনেক দুর্গতি,
যিনি কালী, তিনিই দুর্গা,
লক্ষ্মী এবং সরস্বতী।
কালোকে আমরা যেন না করি ফেলনা
মানুষের মন নয় কখনো কারো খেলনা।
বন্ধ হোক বর্ণবিদ্বেষের এই কুরুচিকর পর্ব,
সমাজের বুকে জেগে উঠুক মনুষ্যত্বের গর্ব।

নেশাই যখন পেশা

সরিফুন নিশা, প্রাক্তনী

মানুষের জীবনে অনেক শখ থাকে, থাকে অনেক কিছুর নেশা! আর সেই নেশা যখন তার পেশা হয়ে ওঠে, তার থেকে আনন্দের আর কিছু হয় না।

আমি সরিফুন নিশা। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা মেয়ে। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় মোটামুটি ভালই ছিলাম। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পেরিয়ে আমি স্নাতক হই। আর পাঁচটি পরিবারের মত আমার বাড়িতেও আমাকে নিয়ে চিন্তার কোনো শেষ ছিল না। চিন্তা বলতে আমার বিয়ের। পড়াশোনা করেছি, এরপরে চাকরি করব, এই আশা মনে থাকলেও বাড়ি থেকে এক প্রকার দেখাশোনা করে আমার বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের সময় আমার স্বামী একটি স্টোরে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করত। বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই আমাদের চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পর আমার স্বামীর চাকরিটি চলে যায়। আমাদের জীবনে দেখা দেয় অর্থনৈতিক অনটন। কোনো মতে আমরা দিন যাপন করতে লাগলাম। সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য তলানিতে এসে ঠেকতে শুরু করল।

যেহেতু আমি আগে থেকেই স্নাতক, তাই চাকরি করব বলে মনস্থির করলাম। এর মধ্যেই করোনা। যেখানে প্রচুর মানুষের চাকরি চলে যেতে লাগল, সেখানে আমিও আর নতুনভাবে কোন চাকরি পেলাম না। কিন্তু আর সময় নষ্ট করার মত সময় আমার কাছে ছিল না। আমি আমার এক পরিচিতের মাধ্যমে উদ্যমীর সাথে যোগাযোগ করি। আমি তার কাছে শুনেছিলাম, উদ্যমীতে কম্পিউটার শেখার পর সেখান থেকেই চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আর সেটা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আমি উদ্যমীতে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হই। নিয়মিত ক্লাস করতে থাকি এবং চাকরির অপেক্ষায় থাকি। এরকমই ক্লাসের মাঝে একদিন ম্যাম আমাদের বললেন উদ্যমী ইউথস্পেস -এর মাসিক ওয়ার্কশপে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে হাতে তৈরি জুয়েলারি বানানো শেখানো হবে। ছোটবেলা থেকেই আমার হাতের কাজ করতে ভীষণ ভালো লাগতো। তাই আমি ওয়ার্কশপে নাম দিলাম।

উদ্যমীর সেই দু'দিনের ওয়ার্কশপ থেকে আমি হ্যান্ডমেড জুয়েলারি তৈরির সমস্ত খুঁটিনাটি ভালো করে শিখে নিলাম । এমনকি যে ম্যাম শেখাতে এসেছিলেন, তার কাছ থেকে আরও বিশদে জানলাম যে, কোথায় কি কিনতে পাব, কিভাবে তৈরি করব, কোথায় বিক্রি করব, কত টাকা ইনভেস্ট করব এবং লাভের মুখটাই বা কিভাবে দেখতে পাবো। ম্যাম অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমাকে সবটাই বিশদে জানালেন। এই সুযোগ পাওয়া আমার কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার থেকে কম কিছু নয়।

এই জুয়েলারি তৈরির সুযোগ যে, আমার জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা সামান্য একটা লেখার মাধ্যমে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই পর্যন্ত পড়ে অনেকেই ভাবতে পারেন, অনেক সংস্থাই তো এই ধরণের ট্রেনিংগুলো দেয়, তাহলে উদ্যমী আলাদা কী করে? আমি বলব, এটা বলে বোঝানোর বিষয় নয়, অনুভব করার বিষয়। আমার মত যত শিক্ষার্থীরা এখানে ট্রেনিং নিয়েছেন, তারাই বুঝতে পারবেন যে এই সংস্থা ঠিক কেন অন্যরকম। আমি টুকটুক করে জুয়েলারি তৈরি করতে থাকি এবং বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের কাছে সেই জুয়েলারি বিক্রি করতে শুরুকরি।

একই সাথে আমি আমার কম্পিউটার শেখাও শেষ করি। এখানে বলে রাখি, কম্পিউটার শেখা শেষ হওয়ার পরে আমি কিন্তু চাকরি করতে পারিনি, কারণ আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য টানা ৮-৯ ঘন্টা কোথাও বসে থাকা বা দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আমার এই শারীরিক পরিস্থিতির জন্য আমি আর কোনদিন গতানুগতিক চাকরি করতে পারব না। প্রথমদিকে যে কাজটা টুকটুক করে করছিলাম পরবর্তীতে আমি সেই জুয়েলারি মেকিং -এই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিই। একইসাথে আমি ঠিক করলাম, ব্যবসা করব।

এরপর উদ্যমী থেকে সেলাইয়ের ট্রেনিংও নিই। একদিকে ব্যবসা আর অন্যদিকে অর্ডার নিয়ে নতুন পুরোনো জামাকাপড় সেলাই করা এবং নিজে উপার্জন করা, এবার একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলাম। সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য আগের থেকে অনেকটাই ভালো। আমি এবং আমার স্বামী দুজনেই এখন উপার্জন করে একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক হয়ে উঠেছি। অর্থনৈতিক ভাবে দুজনেই স্বাবলম্বী।

বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে, নিজে কাজ করে বা স্বাধীন ব্যবসা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে ভরসা উদ্যমী আমাদের মত মেয়েদের দেয়, যে সহমর্মিতা উদ্যমী থেকে পাওয়া যায়, তা এক কথায় অতুলনীয়। বর্তমানে আমি বিভিন্ন এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করি, এর অনেকগুলোই উদ্যমী-র উদ্যোগে সুযোগ পেয়েছি। এই প্রতিষ্ঠান আমার প্রতিভাকে বিকশিত হতে সম্পূর্ণ সহায়তা করেছে। একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের উদ্যোগী হয়ে ওঠার এই যাত্রার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব উদ্যমীর। আমার জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত আমি এই সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

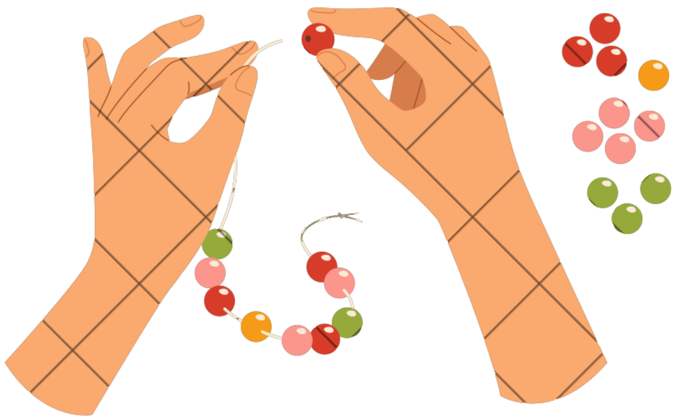

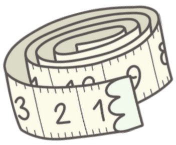

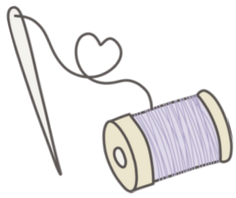

স্বপ্নপূরণের হাতছানি

রিঙ্কি দাস, প্রাক্তনী

আমাদের মা-মেয়ের সংসার। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমি ও আমার মা দুজনেই কাজ করছি, শুধু একটু ভালো থাকার আশায়। ছোটবেলা থেকেই মাথার উপরে ছাদ নেই, ভাড়া বাড়িতে থাকি। "বাবা" শব্দটার সাথে পরিচিত কিন্তু বাবা মানুষটার সাথে লক্ষ্য যোজন -এর দূরত্ব, কারণ ২০০৭ সালে ৯ ই আগস্ট সকালে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যান! আমি তখন এতটাই ছোট যে, আজ তার মুখটাও আমার মনে নেই। আর গরীব ছিলাম বলে সেই ভাবে কোনও পারিবারিক ছবিও নেই যেখানে বাবাকে খুঁজে পাব। পারিবারিক লড়াইটা সেই ছোটবেলা থেকেই।

এবার আসি উদ্যমীর কথায়। উদ্যমীর সাথে পরিচয় আমার দিদির সূত্রেই। আমরা তিন বোন ও এক ভাই। বড়দিদি তার ছোটবেলায় একটা দুর্ঘটনায় আহত হয়, ফলে মা'কে অনেকটা সময় হাসপাতালে থাকতে হয় এবং সেই সময় মেজদি'কে বাবার এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকেই মেজদি সেখানেই থাকে। তাদের কাছেই মানুষ হয়েছে, ফলে মেজদির সাথে আমাদের সেই রকম নিবিড় যোগাযোগ নেই। আমি তখনও জন্মাইনি, মায়ের মুখেই শোনা কথা। খুব ছোটবেলায় অর্থাৎ আমার জন্মের কিছুদিন পরেই বাবাকে হারিয়েছি, ফলে সেই থেকেই আমাদের এক অন্যরকম লড়াই শুরু হয়েছে। মায়ের একটা চিন্তা ছিলই, দিদির বিয়ে নিয়ে! বাবা মারা যাওয়ার কয়েক বছরের মাথায় দিদিকে বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই দুর্দশা কাটলো না! জামাইবাবুরও সেই অর্থে কোন কাজ ছিল না। আর্থিক অনটন ছিল আমাদের দৈনন্দিন সঙ্গী। জামাইবাবু ও দিদি দুজনেই বিভিন্ন জায়গায় কাজ খুঁজতে থাকে। কিন্তু সেই রকম কোন কাজও পাচ্ছিল না। এর মাঝে একদিন আমার দিদির সাথে রাবিয়া ম্যামের পরিচয় হয়। ম্যামের পরামর্শে দিদি ও জামাইবাবু কম্পিউটারে ভর্তি হয়। সংগঠনে ভর্তির কিছু নিয়ম-নীতি অনুযায়ী দিদি জামাইবাবু যে বিবাহিত সেটা অন্য কেউ জানতো না আর রাবিয়া ম্যামও কাউকে কিছু বলেননি।

জামাইবাবু কম্পিউটার শেখা শেষ করে উদ্যমীর পাশের অফিস "উড়ানে" কাজে যুক্ত হয়। দিদি অন্য একটি জায়গায় চাকরি করতে শুরু করে। এই দুজনার চাকরিই রাবিয়া ম্যাম জোগাড় করে দেন। ম্যাম আমাদের পরিবারের নাড়ি-নক্ষত্র সবটাই জানতেন। তাই কিছুদিন পর ম্যাম আমার জামাইবাবুকে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে পাঠান, যাতে সে আরও একটু বেশি মাইনের চাকরি পায়। তারপরে ম্যামের সূত্রেই জামাইবাবু একটি ভালো কোম্পানিতে চাকরি পায়। আজ জামাইবাবু সেই কোম্পানিতে পার্মানেন্ট স্টাফ। দিদিও বর্তমানে একটি ডেন্টাল ক্লিনিকের ম্যানেজারের দায়িত্বে।

এবার আসি অন্য গল্পে, দিদি তখনও কম্পিউটার শিখছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় দিদি কম্পিউটার থেকে ফেরার সময় আমি হাঁটতে হাঁটতে উদ্যমীর দিকে যাই। যেহেতু আমাদের বাড়ি থেকে উদ্যমী অনেকটাই কাছে তাই আমি মাঝে মাঝেই ওদিকে চলে যেতাম, আর দিদির জন্য রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এরকমই একদিন রাস্তার উল্টো দিকের বাদল কাকুর চায়ের দোকানের সামনে আমি দিদির জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেদিন যে দিদির সাথে রাবিয়া ম্যামও আসবেন আমি বুঝতে পারিনি। আর সেই প্রথম রাবিয়া ম্যামের সাথে দেখা। ম্যাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ক্লাসে পড়ো?

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। এখানে বলে রাখি আমি ম্যামকে খুব ভয় পেতাম কারণ দিদির মুখে সবসময় রাবিয়া ম্যামের অনেক কথা শুনতাম। দিদি সব সময় বলতো রাবিয়া ম্যাম ভীষণ রাগী ও খুবই শক্ত প্রকৃতির একটি মানুষ। ঝড়-বৃষ্টি-বাদল যাই হোক কম্পিউটার ক্লাস কামাই করা যাবে না। ক্লাসে নিয়মিত আসতে হবে। ক্লাসের নিয়ম নীতি এবং সময়জ্ঞান সর্বদা মেনে চলতে হবে। কোনরকম কোনও ছুটি করা যাবে না। আমার মনে আছে একদিন দিদির খুব জ্বর! তাও দিদি কম্পিউটার ক্লাস চলে গেছিল। এমনকি দিদির ক্লাস থাকত পাঁচটা থেকে কিন্তু দিদি বেশিরভাগ দিনেই চারটের আগেই ক্লাসে চলে যেত। ক্লাসে কোনও কম্প্রোমাইজ হবে না। যাই হোক, রাবিয়া ম্যাম সেদিন আমায় বলেছিলেন, ‘‘পরে যোগাযোগ করিস।’’ আমি বলেছিলাম ‘‘হ্যাঁ ম্যাডাম আমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে অবশ্যই আসব।’’ কিন্তু আমি যখন এলাম তখন আর রাবিয়া ম্যামের সাথে দেখা হলো না। তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আর আকাশের তারা হয়ে গেছেন।

এখানে আরেকটু বলে রাখি, আমি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। কিন্তু আমি কলেজ শেষ করতে পারিনি, প্রথম বর্ষেই পড়া ছেড়ে দিই। আমাদের পরিবারে আমি আর আমার মা। মা কোনও মতে সংসার চালাচ্ছেন। আমাদের আর্থিক অনটন এতটাই প্রকট ছিল যে, উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সময় ঠিক করে শিক্ষকের মাইনে পর্যন্ত দিতে পারিনি। আমি যে বছর কলেজে ভর্তি হই, সে বছর থেকেই নতুন সিলেবাস -এর সূচনা হয়। ফলে কারো কাছে পুরনো বই পাই না আর মা আমাকে নতুন বই কিনে দেননি। তখন তো আর বুঝতে পারিনি, যে মায়ের এত টাকা দিয়ে বই কিনে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। প্রথম দিকে নিয়মিত কলেজে যেতাম কারণ আমি পড়াশোনার দিক দিয়ে ভীষণ মনোযোগী। কিন্তু কলেজে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা যখন পড়া ধরতেন, পারতাম না! কারণ আমার কাছে বই ছিল না। আর লাইব্রেরী থেকে যে বইগুলো নিতাম সেই বইগুলোর সাথে সিলেবাস মিলতো না। এইভাবে কলেজে একদিন খুব বকা খাই। সেদিন বাড়িতে এসে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলেছিলাম, বই নেই বলে আজ খুব বকা খেয়েছি, পড়া পারিনি, মা সেদিন সবটা খুলে বলেছিল। মায়েরও চোখের কোনে জল ছিল। আমি সেদিন ঠিক করি আর কলেজে যাব না। এরপর এমন একটা কিছু করতে হবে যেখান থেকে চাকরি করতে পারব। যেহেতু উদ্যমী আমি আগে থেকেই চিনতাম তাই একদিন উদ্যমীতে সোজা চলে আসি, আর কম্পিউটারে ভর্তি হই। কম্পিউটার ক্লাস করার কিছু দিনের মাথায় আমি জানতে পারি এখানে "জুনিয়র নার্সিং" -এর একটা নতুন কোর্স চালু হচ্ছে। আমি সেটাও করতে চাই কিন্তু আমাকে মৌমিতা ম্যাম জানিয়ে দেন, দুটো কোর্স একসাথে করা যাবে না। তুমি কোনটা করবে ঠিক করো, আমি সিদ্ধান্ত নিই "জুনিয়র নার্সিং" -এর কোর্সটাই করব। এরপরে সেই কোর্স করি এবং কোর্স শেষে আমি আরএসভি হাসপাতালে চাকরি পাই। সেখানে কিছুদিন চাকরি করার পরে একটি ডেন্টাল কেয়ারে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগদান করি। বিগত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে কর্মরত। এর মাঝে বলে রাখি যে, আমি কিন্তু পরে কম্পিউটার কোর্সটাও শেষ করেছিলাম।

এখন আমরা ভালো আছি। কিন্তু যে চিন্তাটি আমার মাথায় সারাক্ষন ঘুরপাক খায় সেটি হল, মাথার ওপর একটি ছাদসহ এক চিলতে বাড়ি। বাবা মারা যাওয়ার পরে বাড়ি ভাড়া না দিতে পারায় এবং আর্থিক অনটনে মাসির বাড়িতে থাকতে শুরু করি। যেহেতু দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে আর আমিও চাকরি পেয়ে যাই, ফলে মাসির বাড়ি ছেড়ে আমি আর মা একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আলাদা থাকতে শুরু করি। বর্তমানে মা ও আমি দুজনেই কাজ করি। মায়ের শরীরটা আগা-গোড়াই খারাপ। তাই আমার মাইনের বেশিরভাগ টাকাটাই আমি মায়ের চিকিৎসার জন্য তুলে রাখি। এখন স্বপ্ন বলতে এক চিলতে বাড়ি ও মাথার ওপরে ছাদ– ভাবি, এইভাবে আর কতদিন ভাড়া বাড়িতে থাকব! আর মাস গেলে ভাড়া বাবদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচে বেশ অনেকটা টাকা আমাদের চলে যায়। হ্যাঁ আমি ভালো আছি। আমাদের মা মেয়ের সংসারে আমরা সুখেই আছি। লড়াইটা আগেও ছিল, এখনও আছে। হার মানতে শিখিনি তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ লড়াইয়ে আমরা জিতবই। উদ্যমী থেকে যেভাবে সাহায্য পেয়েছি বা ভালোবাসা পেয়েছি তা অতুলনীয়। হর্ষ ম্যাম যেভাবে আমাকে সাহস যুগিয়ে গেছেন তাতে আমি ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস পেয়েছি। আমি উদ্যমীর কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আর আমিও চেষ্টা করব আমার মত মেয়েদের লড়াইয়ে পাশে থাকতে। এখন যদি কোন কাজের খবর আসে আমি উদ্যমীতে যোগাযোগ করি বা কেউ যদি কোনো কোর্স করতে চায় সেক্ষেত্রেও আমি তাদেরকে উদ্যমীর কথা বলি। আমাদের মা মেয়ের লড়াইয়ে রাবিয়া ম্যাম, হর্ষ ম্যাম এবং উদ্যমীর ঋণ কোনদিনও শোধ হবে না। ধন্যবাদ উদ্যমী।

Joy of Togetherness

Suraj Mondal, Alumni

If I have to sum up my experience with Uddami India Foundation in a word, I would say life-altering. I didn't even know what my goals in life were before I joined Uddami; I was completely clueless. I was harbouring many misconceptions about life and how it works. Uddami guided me to set life goals and taught me how to achieve them.

Even though it's paradoxical, I was sceptical about computer classes right from my school days. I would invariably miss attending the school computer classes out of some inexplicable unknown fear that paralysed me from entering the computer lab. Even though it was only a week-long affair, I could never gather courage enough to do it. My family made several efforts to put me back in computer class but failed miserably every time.

I first heard about Uddami Institute from my batchmates in a chit-chat session after our coaching class. It was near the end of 2017 while I was pursuing my 2nd year. They joined earlier and were in mid-session. So, they went on to elaborate on their experience at Uddami. It instantly piqued my interest, and almost right after, my tutor advised me to join. That led to the most amazing journey of knowledge in my life. There was no looking back.

To be honest, my first day didn't go that well, and I considered the institution pretty run-of-the-mill. I even contemplated and discussed with my batchmates and tutor about discontinuing after a week. I was utterly petrified of the typing technique practiced here while using a computer keyboard. It was no freestyle, and they followed the traditional approach of a typewriter keyboard and mastered typing speed without even looking. I wasn't prepared to listen to any reasoning initially, but after 10-12 days I lost the computer-fright altogether. My classes were scheduled from 10 AM to 12 AM, but I would often reach Uddami before class hours as the place started to grow on me. I became attached, and I started enjoying the lessons in every single class.

This could not be achieved had I not received the tremendous support from the Uddami teachers constantly. The 6-month course has been designed in a way that the students get to learn not only basic computer applications but also some additional disciplines like the Life Skills Course and the Communicative English Course for a span of 3 months each. Life Skills Course introduced me to a whole new world – a world where people were allowed to open up.

That students are allowed to speak their minds was a whole new concept to me altogether. I still remember what our Life Skills teacher told me after the last class. She said that we are surrounded by a lot of negative people, but that doesn't necessarily mean that all of them are negative. We don't need to react or say something on the spot, but that doesn't simply that we have lost our voice or ignore everything- we should speak up for ourselves whenever needed.I couldn't exactly grasp the metaphor that moment, but I realise the depth of the saying to this day as I go on through everyday struggle in both personal and professional life.

It wasn't all work at Uddami. All the students were treated here as family members, and we had unlimited fun too. The Women's Day Celebration, Flag Hoisting Ceremony on Independence Day, and the Secret Santa game round during Christmas deserve a special mention in this context. I had absolutely no idea about the significance of such occasions, let alone the celebration of the same. The fulfilling experience of participation, the joy of sharing, and the love and support of the teachers will remain with me till my last breath.

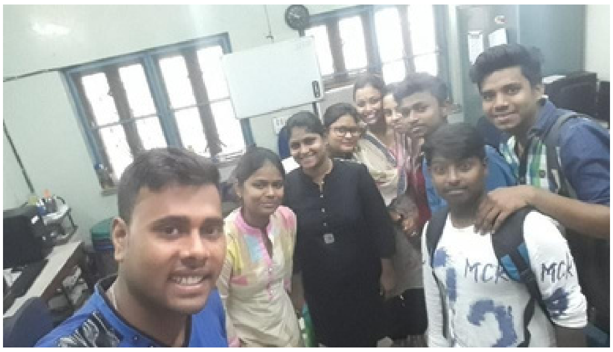

The Beacon of Light

Reshmi Panda, Alumni

There's a lot of gap between the cup and the lip and so is between the dreams and reality. I realised it at an early stage of my life when an unforeseen event befell my family. The head of our patriarchal family, my respectable father, decides to navigate life alone leaving me at the budding age of 13, my dependent mother and my elder sister behind to fend for ourselves. The consequences of which were inconceivable by any or all of us combined. All hell broke loose as we siblings were in school and my mother was busy taking care of the household and us. We weren't left with much resources to take care of daily subsistence, let alone pay for education. In order to make ends meet our beloved mother had to offer domestic services to several households. I had to drop out of High School in order to cut back on family expenses.

Things started looking up for us when by a strange stroke of luck, I was accepted by Uddami India Foundation to join the Computer course in 2018. The course offered us training and knowledge in Computer and Life Skills. Although I was struggling with self-doubt at the outset, it grew on me gradually. The course guided me through a plethora of ideas, series of mind-boggling activities and plenty of workshops on relevant topics which completely transformed me. Having earned the certificate, I went on to bag a job with Millie's Cookies, London at Quest Mall, Kolkata. This opportunity was exactly the thing I was pining for at that moment. Thereafter it had only been moving forward for me. The journey of promotion from the position of Customer Service Personnel to Kitchen Manager was quick and mentionable. Equipped with requisite knowledge and training and my relentless efforts catapulted my career path.

I am 20 now and I am extremely happy and proud to share my hardworking mother's duties and pains. I juggle with work and home duties while pursuing studies. I have even been able to acquire a living space of my own in 2020 which I share with my mother and sister. I now aspire to own a bakery and be a successful businesswoman. I am immensely grateful to Uddami India Foundation for providing me the much-needed push to dream and make it big. Uddami helped my lips to touch the cup.

Against the Tide

Kavita Sharma, Alumni

What does success mean? Is it simply earning loads of money, buying a luxury car, vacationing at exotic locales and eating good food? I believe success is synonymous with surrender. God has gifted us with a life not just to fulfil our personal goals. It depends on us how we should utilize our precious time on earth. We can make use of it for both ourselves as well as for those around us, especially those who need our support the most. In today's world, all are busy with their personal achievements. Those who live for others, live the real life. I hail from an orthodox middle-class family where girls are not allowed to step out of the house after sunset and to make a living is a taboo. Among 5 children, 4 are girls. Needless to say, all my three elder sisters are married and busy looking after their households and raising children. Irony was not lost on me when my father asserted that he wished us all to have a normal life except for having a professional life. That couldn't deter me from achieving what I wanted for myself- to be financially independent. I had to support myself as well as others. Since childhood, it has been my dream to pursue a profession wherein I could be directly involved in extending support to those in need. It gives me immense satisfaction when I am able to make myself useful to someone in trouble. However, my dream doesn't exclude earning a salary that makes me and my family comfortable. By the grace of God Uddami India Foundation gave me this opportunity to fulfil my dream.

My journey from a domesticated life to a professional front wasn't exactly a cakewalk. Every single person I know tried to dissuade me from doing a job. It reminded me of the story about the deaf frog unable to hear the discouragement from others to come out of the pit. Their attempts to discourage me went all in vain as it triggered me to adopt new tactics to guard my mind from negative influences. Rather it helped to understand the true value of cooperation and enabled me to view things from different perspectives. Despite my father's scepticism, I went ahead and enrolled myself at the Uddami India Foundation's Core Employability Course which involved a placement opportunity at the end of the course. I had to bear the brunt of it and faced many hostilities from all quarters. No one would even talk to me properly for a long time. This continued for a few months. Eventually they had to give way to my diligence and efforts and agreed with my job profile. I could see the difference shortly after when my family, relatives and even my friends started patting my back marking my achievements. They felt proud of me and that gave me all the strength and confidence I ever needed. I told them about the inspiration behind all these - Uddami India Foundation. The learning environment of the institute emanates love, support and empowerment. The teachers here are gifted and they hold the power to transform students' lives altogether. Without them my plan of being financially independent would have been clueless. I would say it was God's own design that led me to Uddami and from there to the life I dreamt of.

My Journey

Saruk Ali Laskar, Alumni

To begin with, I am extremely thankful to the Uddami India Foundation for giving me the opportunity to write for the first edition of their Magazine. I would like to share the story of how I was destined to join the organization for a greater good.

I am a 29 years old man from a humble family living in Narendrapur, Ramkrishna Mission Ashram, Ukhila. My early childhood saw me attending a local English Medium School. I wasn't exactly very studious yet I was lucky enough to fetch high marks in all the subjects including English. However, most unexpectedly, I could score only 48% in English Language and I wasn't allowed promotion to the next standard. My parents opted out from repeating the year and got me transferred to a Government School in our locality. Initially I was at a loss of words and thoughts and was barely able to adjust, but the amount of love and support showered on me by the teachers and friends that I soon got back on track. I was very keen on pursuing a career in Maths. I was equally dedicated to art and painting. My skill and knack for drawing landed me with a lot of popularity back then and I enjoyed every single bit of attention I got. My acute interest in math often took me to attend the senior math classes. My diligence and regularity were appreciated by the faculty and awarded me the role of school captain. It was a huge honour for me and my family was proud.

But, life is not a bed of roses and we face sudden unexpected turns of events every now and then. Even though my love for drawing grew and made me many friends, the goal of my life at that point was to study engineering. My parents supported me in every way possible. I even cleared the entrance exam and got through the renowned APJ COLLEGE. My joy and excitement knew no bounds but turned out to be short-lived. By a strange stroke of fate, I missed out on the opportunity and that devastated me completely. I even tried for private colleges but as luck would have it, the admission fee and the fee structure were way above our affordability. Reality hit hard and I had to explain to myself the constraints of not having a rich father. It was not possible for me to pressurize my father for a few lakhs. However, I had to move past this whole debacle and continue with further education. I applied for graduation in BA from Dinabandhu Andrews college. The good thing is when one door closes the other opens.
My passion for drawing enabled me to take it professionally and make some money.

I started giving lessons on drawing to a lot of students both from nearby and far off places. I was making smart bucks and could even support my family with it.

The outbreak of COVID-19 in 2020 caused a major upheaval in everybody's life. My father's health was deeply affected by it. It was hard for me to take up all his responsibilities and manage the family front alone. My father was being treated online and the doctor in charge was my inspiration to be in this field. He noticed how I followed his instructions to perform a small surgical activity over my father's carbuncle over video-chat. The doctor advised me to train myself from Uddami's GDA Course. That's where I first learnt about UDDAMI INDIA FOUNDATION (Chowhati branch). The basic GDA training is essential to further aim for the ANM. Therefore, I thought it was wise to join UDDAMI INDIA FOUNDATION. That was it. Thereafter I never had to look back. The plus point is I not only got the scope to train in GDA, but I also acquired communication skills. I used to be a shy person unable to open up and communicate freely. Now I am far from being shy. I speak clearly and confidently. After completing the course, I was interviewed at the MEDICA SUPERSPECIALITY HOSPITAL and subsequently I landed up at the POROSH HOMECARE LTD. now known as POROSH ELDER CARE PVT. LTD. While working with UDDAMI INDIA FOUNDATION I got the job at POROSH ELDER CARE PVT LTD. I took the day shift at work and night shift for training at BARUIPUR HOSPITAL for about 18 months for additional knowledge, experience and professional acumen. This has enabled me to assume a good position today. The amount of support and guidance I received from UDDAMI INDIA FOUNDATION to build my career is awe-inspiring. I would want to reach out to my readers through this tiny effort in explaining how fruitful it has been to enrol in GDA Course of Uddami India Foundation as I wanted a career in the medical field and nursing.

Where Opportunity Meets Determination

Raja Singh, Alumni

Life often changes when someone gives you the right opportunity at the right time. For me, that opportunity came in 2022 when I joined the Uddami Computer Training Centre (UCTC) at Uddami India Foundation.

After completing my Bachelor of Commerce from the University of Calcutta, I was like many young graduates—hopeful about my future but unsure of how to begin my professional journey. Coming from a financially constrained joint family, I knew I needed more than an academic qualification. I needed skills, confidence, and guidance to prepare myself for the world of work.

A friend introduced me to Uddami India Foundation, and that introduction became a turning point in my life.

At UCTC, I experienced an environment where learning went beyond the classroom. Along with computer training, I received support in communicative English, life skills, and personality development. The trainers encouraged me to ask questions, build confidence, improve my communication, and believe in my own abilities. Every session helped me grow, not only as a learner but also as an individual.

The confidence and preparation I gained at Uddami helped me begin my career as a Territory Manager with Abbott Healthcare Pvt. Ltd. As I progressed professionally, I was fortunate to receive the Employee of the Year award and later attended specialised training in Mumbai. Whenever I reflect on my journey, I realise that Uddami India Foundation gave me much more than technical skills. It gave me direction, confidence, and the belief that with the right support, young people can overcome challenges and create meaningful opportunities for themselves.

I continue to carry the values I learned at Uddami in every step of my life. I am grateful to the Foundation for being a part of my journey, and I hope many more young people will find the same encouragement, learning, and opportunities that I found there.

Together in a Parallel Universe

Varsha Singh, Student

Sometimes I like to believe
there's a parallel universe somewhere—
where goodbyes were never written,
and forever wasn't just a word.
We still count wishes on every star,
chase sunsets without counting time,
and every season feels like home
because you're still walking beside me.
No unanswered prayers,
no stories left halfway,
just two souls growing quietly,
while the world keeps turning gently.
Maybe this universe wasn't ours to keep,
but somewhere beyond the endless blue,
our hearts still beat in perfect rhyme—
where I never lose me,
because I never lose you.

A Trip Down The Memory Lane

Toulika Das, Intern

I am Toulika Das, a Master's student at Christ University, Bangalore. My internship at Uddami India Foundation was an incredible experience that I'll cherish forever. It all began when I joined the organization in May 2023 as part of my Master's course at Christ University. From the moment I stepped into their office in Kolkata, I knew I was in for something unique.

Working alongside my mentor, Shalini Di, was a real highlight. She welcomed me with open arms and took the time to guide me through the ins and outs of how Uddami worked. I got to know about the Youth Space from Golok da. Whether it was crafting engaging website copy or brainstorming ideas for social media posts, I soaked up every bit of knowledge here at Uddami to the best of my abilities.

The most rewarding part of my internship was getting the chance to lead a two-day workshop on content writing. Standing in front of a class of over 30 eager students, I felt excitement and yes, a bit nervous. As I delved into topics like the basics of content writing, writing resumes, and mastering the art of copywriting, I could feel the energy in the room shift. Seeing the students' enthusiasm and eagerness to learn was incredibly fulfilling.

Beyond the professional growth, my time at Uddami was also a journey of personal discovery. I had the opportunity to immerse myself in the vibrant culture of Kolkata, my hometown, exploring its bustling streets and of course, sampling its mouthwatering cuisine. Each day brought new experiences and adventures, further enriching my internship experience.

Throughout it all, I was inspired by the dedication and passion of everyone at Uddami, especially Harshamanjari di, who spearheaded the organization's efforts. Their commitment to empowering communities through education and skill development was genuinely inspiring, and it motivated me to do my part in making a positive impact.

As my internship ended, I left Uddami with a newfound sense of confidence and purpose. The skills and knowledge I gained during my time there have undoubtedly shaped my career path and will stay with me for years to come. I'm incredibly grateful for the opportunity to have been part of such a transformative experience, and I look forward to applying what I've learned to future endeavors.

Don't Be Yourself, Instead Find Yourself

Shalini Das, Teacher

Merriam-Webster declared "authentic" as 2023's Word of the Year. According to America's leading dictionary, 'authentic' can be defined as "true to one's own personality, spirit, or character." So, how does one gain authenticity?

“Be yourself” - a boring phrase that's easier said than done. What does it even mean to "be yourself?" We're born a blank slate, without any impressions of the world, so we live to discover ourselves. We cry, get hurt, have our hearts broken, laugh, and smile to uncover our true selves.

But it's hard to do that as a teenager. It's as if everything stops teenagers from achieving individuality, especially with peer pressure and social media. So, here's what it means to be authentic.

Living Without Fear

As a society, we shun negative emotions like jealousy, heartbreak, grief, fear, anxiety, and anger. Sometimes we avoid situations that lead to these emotions, but we shouldn't be afraid of them. We must live in the dark moments to appreciate the good moments. Life is like a book; we won't understand the happy parts without reading the sad parts. So, authenticity comes from within, and blocking the "negative" emotions means blocking your identity. However, there are limits. Please avoid a full breakdown in public; instead, please have an area where you can be yourself. It can be the confines of your room, a soccer field, an afterschool club, or even a coffee shop.

This area has to be a place where you can pursue your passions, like recording a podcast, writing articles, drawing, solving math problems, playing music, or reading comics. Sometimes, we label activities like watching cartoons or reading books as "intellectual", but you shouldn't trash talk something without trying it. Stereotypes diminish the enjoyment of activities, so try first and then decide.

Don't let anyone stop you

Peer pressure restricts individuality. It's hard to "not care about other people's opinions." It's a normal human response. We live in a society where we rely on each other’s opinions, and on the other hand, we also cannot stand social rejection. Unfortunately, this behavioural trait, which still dwells in our brains, could be fatal. But it can be changed.
The people you surround yourself with will affect your mental health and authenticity. Find a group of friends that you can be yourself around. You shouldn't change personalities just to "fit" in. But we sometimes lose track of the best friend we'll always have – “OURSELVES”

Be your top supporter, guardian, and best friend. It sounds weird, but it helps. Treat yourself kindly.

Value and Worth

Your looks don't constitute your self-worth. The downside to basing self-worth upon looks is that they're so unpredictable. One day, you can have breakouts and puffy eyes, but the next day, you're "feeling yourself." You need to create a self-worth that is authentic and internalised. Moreover, don't change your values for others. Relationships and friendships exist to strengthen both parties involved. You shouldn't change your values because you feel like you're not worthy.

A Bigger Picture

In conclusion, self-discovery comes from living. Build authenticity and identity on stable self-worth, a nurturing environment, and unwavering self-values. While it's challenging amid peer pressure and social media, self-discovery is a journey, not a destination, and authenticity fuels it.

When facing life's experiences, remember that being a teenager is like being on an unsinkable ship—rough seas lie ahead, but you can navigate them.

গণেশ চচ্চড়ির বুদ্ধি

ঋজু প্রামাণিক, প্রাক্তনী

গ্রামের নাম গরগরীপুর। ছোট্ট গ্রাম, গোটা পঁচিশেক বাড়ি গ্রামে। গ্রামের বেশিরভাগটাই ফাঁকা মাঠ ও চাষের জমি। গ্রামের মোড়ল গোবর্ধন চচ্চড়ি, তার স্ত্রী শ্রীমতী চপলা সুন্দরী এবং তার বছর চোদ্দোর ছেলে গণেশ চচ্চড়ি– এই তিন জনের ছোট সংসার। গ্রামের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হলেন গ্রামের মোড়ল এই গোবর্ধন চচ্চড়ি। কিন্তু ধনী হলেও সে গ্রামে 'কৃপণ গোবর্ধন' নামে পরিচিত ছিল। মানুষজন পিছনে তার সম্বন্ধে এমন বললেও তার সামনে একথা বলার জো ছিল না কারো। গোবর্ধন এর অতিকায় শরীর, মোটাসোটা চেহারা, মাথার সামনে টাক ও মাথার পিছনে একগোছা চুল, গায়ের রং তামাটে, সাদা ধুতি কাছা দিয়ে পড়েন এবং গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি। মোড়ল হলেও মাথায় তার বিশেষ বুদ্ধি ছিল না কিন্তু তার ছেলে গণেশ তার ঠিক বিপরীত। গণেশ পাঠশালায় পড়ে, মোড়ল গিন্নি সাধারণ গৃহবধূ কিন্তু স্বামীর অর্থের জন্য দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ত না। মোড়লের বাড়ি দোতলা, গরমকালে একতলায় থাকতেন তারা। তাই একতলার জানালা গুলি বানানো হয়েছিল বিশাল বড়ো বড়ো, ফলে জোরদার বাতাস প্রবেশ করত ঘরে। গরমে সেই জানালা খুলে পালঙ্কে নিদ্রা যেতেন চচ্চড়ি মহাশয় ও চচ্চড়ি গিন্নী। একতলায় দুটি শোবার ঘর ও একটি বৈঠকখানা। রাস্তার দিকের ঘরে থাকে গণেশ ও পিছনের দিকের ঘরে থাকেন চচ্চড়ি মহাশয় ও তাঁর গিন্নী। মোড়লের শোবার ঘরের পালঙ্কের পাশেই বড়ো জানালা, অনায়াসে দু-জন মানুষ সেই জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। মোড়লের ঘরে পালঙ্ক ছাড়াও দুটো টেবিল রাখা পালঙ্কের পাশে, একটি সেগুন কাঠের সিন্দুক ও একটি বড়ো জামা কাপড় রাখার তোরঙ্গ ছিল। ঘরে আর বিশেষ কিছু আসবাবপত্র ছিল না। ধনী হওয়া সত্ত্বেও মোড়ল ছিলেন ভীষণ কৃপণ, এক কথায় যাকে বলে হাত দিয়ে জল গলত না তার।

গ্রামের শেষ প্রান্তে থাকে মিচকে নামে এক ছিঁচকে চোর। যার ইদানীং চুরির মার্কেট মন্দা চলছিল। গরমের দুপুর, মিচকে ঘরের দাওয়ার মধ্যে বসে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে নিজের শরীরে এবং একটা পা দাওয়ায় ও অপর পা দাওয়া থেকে ঝুলিয়ে দোলাচ্ছে আর হাঁক ছাড়ছে–'গিন্নী, বলি ওও গিন্নী আর কতক্ষণ?' ঠিক এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একটা উড়ন্ত ঝাঁটা এসে সোজা লাগল মিচকের কপালে। মিচকে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বললো–'এটা কি হলো?' ঘরের ভিতর থেকে তার গিন্নী বললো–'খাওয়া হবে না, ঝাঁটা আছে খাবে কি? মরণ! হুঁ, ঘরে চাল-ডাল কিচ্ছুটি নেই। বলি এবার কি নিজের হাত-পা কেটে রান্না করে দেব?' এই শুনে মিচকের মেজাজ চড়ে গেলো, সে তার গিন্নি কে বললো–'দূর ছাই আর সয় না এই সংসার ধম্ম। এই চল্লুম আমি,যদি কিছু উপায় করতে পারি তবে ফিরবো।' এই বলে মিচকে হনহনিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। পিছন দিয়ে তার গিন্নি বললো–'হ্যাঁ হ্যাঁ যাও তোমার মুরোদ আমার জানা আছে, হুঁ' বলে সে ঘরে ঢুকে গেল।
ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতে চললো। মিচকে একটা বুড়ো বটগাছ তলায় আশ্রয় নিল এবং বুদ্ধি বার করতে লাগল কার কপাল পোড়ানো যায়। তখন তার মগজে এলো মোড়ল বাড়ির কথা। মিচকে চুরির উপায় ফাঁদতে লাগল, মোড়ল বাড়ির সবকিছু তার জানা। সে ঠিক করল রাতে মোড়লের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে চুরি করবে। মিচকে চুরির প্রস্তুতি করে অপেক্ষা করতে লাগল গভীর রাতের।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে, গরমটাও বেড়েছে। মিচকে হন্তদন্ত হয়ে চললো চুরির উদ্দেশ্যে। রাত তখন প্রায় গভীর, সে রাস্তার বাঁক ভেঙে এসে থামলো মোড়ল বাড়ির মূল ফটকের সামনে। মিচকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, কারণ সে জানতো মোড়লের কত ধন-সম্পত্তি এবং সে কতটা কৃপণ। মিচকে এবার বাড়ির একতালার জানালার কাছে এসে উপস্থিত হলো। সে দেখল দেখল জানালা খোলা ব্যাস্ তাকে আর পায় কে , কিন্তু একি! কার একটা পায়ের শব্দ শোনা গেলো! মিচকে সাবধান হয়ে ঘাপটি মেরে অন্ধকারে যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে বসে রইলো। সে দেখল একজন মোটাসোটা কিন্তু বেঁটে লোক মুখে গামছা বেঁধে এসে দাড়ালো মিচকের সামনে, সেই ব্যক্তি বললো–'ভাই ওঠো ওঠো আর লজ্জা পেতে হবেনি তুমি যা, আমিও তা।'

মিচকে বলল–‘মানে?’

লোকটি বলল–‘আরে বাপু তুমিও চোর আর আমিও চোর, এসো দুজন মিলে কাজটা করি তাইলে সুবিধা হবে। কাজ হয়ে গেলে আদ্দেক আদ্দেক ভাগ করে নেবো খন।’

মিচকে বলল–‘কী নাম তোমার? কোথায় থাকা হয়? আর আমাদের কমিনিটিতে তো এর আগে দেকিনি তোমায়, আর কী কাজ করবো আমি?’

—‘আজ্ঞে আমার নাম কালু, কালু চোর। পাশের গাঁয়ে থাকি, ইদানীং ওকেনে ভালো সুবিধে হচ্ছেনে বলে এদিকপানে এলুম। আর তুমিও তো চোর। নাও এবার নইলে ভোর হয়ে যাবে।’

মিচকে বললো–‘কিন্তু জিনিসপত্তর বাটোয়ারার কী হবে?’

লোকটি বলল–‘তুমি আদ্দেক আমি আদ্দেক।’

মিচকে আপত্তি করে বলে–‘ওটি হবেনে এটা আমার গাঁ, আর আমি এখানে আগে এসেছি তাই চুরির চার ভাগের তিন ভাগ আমার আর বাকি এক ভাগ তোমার। রাজি থাকলে বলো নইলে...’

মোটা লোকটি আর কথা না বাড়িয়ে তাতেই রাজি হয়ে গেল এবং মিচকে-কে আগে ঘরে প্রবেশের প্রস্তাব করল, মিচকে রাজিও হলো। মিচকে জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল এবং প্রবেশ করা মাত্র জানালা বন্ধ করে দিয়ে পিছন থেকে মিচকেকে জড়িয়ে ধরে মোটা লোকটি চিৎকার করতে লাগলো—‘বাবা, ও বাবা।’ খাট দিয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো গোবর্ধন চচ্চড়ি ও তাঁর স্ত্রী। উঠেই ঘরের আলো জ্বালালো তারা, আলো জ্বলে উঠতেই তারা দেখলো ঘরের মেঝেতে ঠিক জানালার নীচে গণেশ পাঁজাকোলা করে ধরে রয়েছে এক বছর তিরিশের টিংটিং এ শরীরের লোককে। লোকটি খুব ছট্ ফট্ করছে। গোবর্ধন টিংটিং এ শরীরের লোকটিকে তুলে কষালেন এক রাম চড়, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে ভূপতিত টিংটিং এ লোকটি ওরফে মিচকে।

মোটা লোকটি এবার উঠে দাঁড়ালো সেই মোটা লোকটি আর কেউ নয় গোবর্ধন চচ্চড়ির বছর চোদ্দোর ছেলে গণেশ চচ্চড়ি। গণেশকে তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন—‘গণশা এ কে? আর তুই একে এভাবে ধরেছিলি কেন? এ ঘরে ঢুকলই বা কী করে?’ গণেশ এবার বলতে আরম্ভ করল—‘বাবা, বাবা এ হলো মিচকে চোর। আমাদের বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল। আমার ঘরে খুব গরম লাগছিল তাই আমি হাওয়া খাবো বলে পিছনের দরজা খুলে এসে দাঁড়িয়েছি, ও মা! দেখি ব্যাটা জানালার নীচে বসে আছে।ব্যাটার কত বড়ো সাহস হ্যাঁ এই গণশা থাকতে কি না ও চুরি করবে আমাদের বাড়িতে অতই সহজ। বুঝতে অসুবিধা হলো না ব্যাটার মতলব, অমনি বুদ্ধি বার করলাম, একটা গামছা মুখে বেঁধে নিলাম আর ওর সাথে ভাব জমিয়ে ওর নাম-ধাম জানলাম, ব্যাটাকে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকালাম, তারপর তোমার রাম চড়, হি হি হি।’ বলে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল গণেশ।

চপলা—‘অ্যাঁ !’

—‘এই তো আমার ছেলে। সাত শিয়ালের বুদ্ধি একেই বলে। পুরো বিষে বিষে বিষ ক্ষয়।’ বলে হা হা করে হাসতে লাগলো গোবর্ধন চচ্চড়ি।

বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত উদ্যমী-র খবর

সোশ্যাল

উদ্দামীর উদ্যোগে নারী দিবস

পথচলা শুরু ২০০৫ থেকে। এখন ২০২১। উদ্দামী, যারা বিশ্বাস করে, মেয়েদের সম্মান আদায়ে একমাত্র রাস্তা জেন্ডার ইকুয়ালিটি। মেয়েরা যে কোনও সম্ভাবনাতেই কম নয়, সেই উদ্যোগে সামিল হতেই ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালনের ভাবনা। এই ভয়ঙ্কর মহামারিকে অগ্রাহ্য করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোনও না কোনওভাবে যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সম্মানিত করল উদ্দামী। সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ যেমন রয়েছেন, তেমনই আছেন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষও। প্রতিনিয়ত জীবনের নানা রকম ঝড়ঝাপটা সামলে আমরা যখন কোনও খবরের কাগজ পড়ি, তার পিছনে কত মানুষের পরিশ্রম কি আমরা দেখেছি? সাংবাদিক থেকে শুরু করে পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত মানুষরাও কিন্তু এই কোভিডে কম লড়াই করেননি। অন্যদিকে, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেন যে মহিলাটি, তাঁকেও কিন্তু এই মহামারিতে তাঁর কর্মচারীদের ভালমন্দর কথা ভাবতে হয়েছে। অতিথি ছিলেন এরকমই কিছু মানুষ। আমাদের মায়েদের কথাই বা না-বলে থাকা যায় কী করে! ডাক্তার ও নার্সদের পাশাপাশি এরকম অনেক নারীদের কথা ভেবেই উদ্দামীর এই উদ্যোগ। উদ্দামী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন দক্ষিণ কলকাতার একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন। এটি শুরু হয়েছিল ২০০৫-এ, একটি কম্পিউটার সেন্টার হিসেবে। যাঁরা সুযোগ পান না, তাঁদেরকে কম্পিউটার লিটারেসির সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। যাতে তাঁরা বেসিক কম্পিউটার শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে উন্নততর করতে পারেন। পরবর্তীকালে উদ্দামী কম্পিউটার ট্রেনিং প্রোগ্রামের সঙ্গে স্পোকেন ইংলিশ আর লাইফ স্কিল ট্রেনিংও শুরু করা হয়। যাতে এখানে আসা ছেলেমেয়েদের চাকরি ক্ষেত্র তৈরি হয়।

THE TIMES OF INDIA

NGO Uddami India Foundation hands over 30 oxygen concentrators to rural hospitals in West Bengal

KOLKATA: Uddami India Foundation, an NGO recently handed over 30 oxygen concentrators to several rural government hospitals in West Bengal.

The oxygen concentrators much in demand due to the Covid-19 situation were handed over to five rural hospitals. They were sent as a gift from the USA by Indian students and teachers of Cornell University so that the pandemic can be better handled in Bengal.

Asha for Education, Give India, Mukti and three other NGOs had also collaborated in bringing the oxygen concentrators from the USA.

Dr Ankit Kumar of Budge Budge rural hospital said that such infrastructure support will help the patients to a great extent.

Hashamanjari Nanda, executive director, Uddami India Foundation said that they will soon be reaching remote Sunderbans islands like Sagar and Hingalgunj to hand over the oxygen concentrators, as the islanders face a lot of difficulties to reach hospitals in Kolkata.

laitree is a conglomeration and network of like - minded organizations and individuals

Home / Maitree is a conglomeration and network of like - minded organizations and individuals

sbnewsbangla March 8, 2024 0 Comments

Spread the love

Maitree is a conglomeration and network of like - minded organizations and individuals who are working in solidarity towards the realization of women's rights and their empowerment. This is a forum working since last 35 years with more than 40 feminist organizations and individuals since in West Bengal to eliminate violence against women in all forms and to establish equality by removing all kinds of discrimination and disparities in the society.

'International Women's Day' on 8th March, is a day to re-inspire friendship and bonding. This day needs to be observed and remembered that women's suffrage, equal pay for work, fixed working hours, women-friendly workplaces and many more rights that are our constitution safeguards, have their origins in the women's movement. 8th March is a symbol of women empowerment as well. Like previous years, this time too, we stand united again to inspire, motivate and remember the women's movement towards reinstating empowerment of women.

Even today, women are the most unprotected segment in the society and this is being proved again and again through incidents in Sandeshkhali,West Bengal, Haryana, Uttar Pradesh or throughout the nation. We must not forget the incidents in Gaza, where women and children are the most affected.

So, it is time that we observe this day to bring glory to women's movement and protest against these atrocities. Maitree stands for ensuring

বেঙ্গল এডিটর (3) Bengal Editor, Vol - 12, Issue - 14,

সময়োপযোগী ভাবনা, একটি প্রয়াস

নিউজ ডেস্ক : আজকের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের সম্মানে যা এক মাত্র সম্ভব তা হলো জেন্ডার ইকুয়ালিটির ভাবনাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। মেয়েরা যেকোনো সম্ভাবনাতেই কম নয়, তার উদ্যোগে সামিল হতেই ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের ভাবনা। সেই ভাবনা থেকে আমরা, ইউনি চার্ম ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় সম্প্রতি সম্মানিত করা হলো এমন কিছু মানুষকে যারা এই ভয়ঙ্কর মহামারিকে গ্রাহ্য না করেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে যেমন আছেন সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক প্রকল্পের সাথে যুক্ত উদ্দামীতে ভবিষ্যতের পথে সাহস যোগাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলা সদস্যদের জন্য থাকছে বিনা মূল্যে বোনডেন্সিটি চেক-আপ ও ইউনি চার্ম ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয় সফি স্যানিটারি ন্যাপকিন।

উদ্দামী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত একটি নন প্রফিট অরগানাইজেশন।২০০৫ সালে যা শুরু হয়েছিল উদ্দামী কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত আমাদের সমাজের যে যুবসম্প্রদায় তাদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি অর্থাৎ বিনা বেসিক কম্পিউটার শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা সংস্থান করা যাতে তারা আরও উন্নত মানের মেন্সট্রুয়াল হাইজিনের কাজ। সত্যিই আমাদের বাড়ির মেয়েরা কি আদৌ সচেতন মেন্সট্রুয়াল হাইজিন নিয়ে। ইউনি চার্ম ইন্ডিয়ার সাথে হাত ধরে শুরু হল এই যাত্রা। বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রীদের পাড়ায় গিয়ে ছোটো ছোটো ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তাদের সচেতন করা। কি ভাবে তারা মেন্সট্রুয়াল হাইজিন যথাযথভাবে রক্ষা করবেন বা মেন্সট্রুয়েশনের সাথে যে ডিপ্রেশনজনিত ক্লেশ সরাসরি যুক্ত সেই নিয়ে মেয়েদের সাথে বা তাদের মেয়েদের সাথে কথা বলা। পাশাপাশি এটা নিশ্চিত করা যে যে জায়গাগুলোতে উদ্দামী কাজ করছে সেখানে মেয়েদের জন্য যেন স্যানিটারি ন্যাপকিনের যথেষ্ট পরিমাণে

মানুষ, তেমনি আছেন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। অন্যদিকে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করে যে মহিলাটি তাকে শুধু নিজের সংসার চালাতে নয় ভাবতে হয়েছে তার কর্মচারীদের কথাও। বিশিষ্ট ছিলেন এদিনে অনুষ্ঠানের অতিথি। আর সর্বোপরি আমাদের মায়েরা । যারা প্রতিনিয়ত লড়ছেন সংসার করতে গিয়ে। আমাদের আপনাদের পাশে দাঁড়াবেই জীবন যাপন করতে পারে।উদ্দামী কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ই হল এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিশু প্রোগ্রাম। যে কোনো প্রতিষ্ঠান শুরুতে ছোটো আকারেই থাকে তারপর আস্তে আস্তে তার মূল প্রজেক্টের সাথে সাথে আরও নতুন নতুন কাজ যুক্ত হয়। উদ্দামীও সেই ভাবেই বড় হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যে ৬১% মেয়ে ছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে শুরু হল সরবরাহ থাকে। এই যে ছোটোছোটো পা ফেলতে ফেলতেই তো চলা শুরু তার আরেকটি অংশ হল উদ্দামীও স্মাইল ফাউন্ডেশন ই ইন ইলার্নিং প্রোগ্রাম। এই নানা কিছু প্রকল্পের সাথে উদ্দামী হাত মেলে আগামী দিনে বহুভিত্তিক পৌঁছেছে এমন ছেলে মেয়ে অথবা সমপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের জন্য একটি সুরক্ষিত সমাজ তৈরী করা।

২৭শে মার্চ 'রোটারি কমিউনিটি করপস' 'সাঁতরাগাছি অনুভব ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'কে 'আর.সি.সি. চার্টার সার্টিফিকেট' প্রদান

< প্রথম পাতার পর

০০০। বেসিক কমপিউটার, ট্যালী, নার্সিং, টেলারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও থিয়েটার সবই শেখানো হয় এবং কোর্স শেষে চাকরীরও ব্যবস্থা করা হয়। অতিথি বরণ, সম্মাননা প্রদান ও আলোচনার বিষয় ছিল 'লিঙ্গ বৈষম্য'। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের ছাত্রছাত্রীরা একটা নাটক মঞ্চস্থ করে ২৭শে মার্চ, ২০২৩ রোটারী সদন, কলকাতায় আর.সি.সি. চার্টার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় গ্যালাক্সি সাঁতরাগাছি অনুভব ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং গ্যালাক্সি বাগনান জনকল্যান সমিতিকে ২৭.০৩.২০২৩ রোটারি সদন, কলকাতার মঞ্চ থেকে। সার্টিফিকেট তুলে দিলেন আর.সি.সি. প্রতিনিধি অজন্তা সরকার এবং হিমাংশু রায়ের হাতে ডাঃ শৈলেন চন্দ্র ভৌমিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর কমিউনিটি সার্ভিস নন মেডিকেল এবং ডঃ অরুন কুমার, প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা গ্যালাক্সি বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান যার মূল বিষয় ছিল মহিলা সশক্তিকরণ এবং ওয়ার্ল্ড থিয়েটার ডে অবজারভেশন। উদ্যমী ইন্ডিয়া ফাউন্ডেসন (আরসিসি অফ রোটারী ক্লাব অফ কলকাতা ইউনিভার্স) বিগত ১৭ বৎসর ধরে মহিলা সশক্তিকরণ, কম্পিউটার ট্রেনিং ও অন্যান্য ট্রেনিং-এর মাধ্যম ও ট্রেনিং শেষে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া এই মহান দায়িত্ব বহন করে চলেছে, আশা করি ভবিষ্যতে এই সংস্থা আরও সাফল্য লাভ করবে ও তাদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

লিপি | ৮ | দেশ-বিদেশ

ইউনিচার্ম ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় নারীদের সম্মানিত করতে বিশেষ অনুষ্ঠান

টালিগঞ্জের মানুষের মিলনেই চলছে প্রচার

শিল্প সমিতিগুলি সরকারকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য কাঁচামাল রফতানি নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়েছে

Printed from
THE TIMES OF INDIA

NGO Uddami holds awareness on menstrual hygiene in Kolkata slums

KOLKATA: Uddami India Foundation, an NGO is holding a women's health awareness camp in the city and for which the NGO has held a survey to analyze the need of the subaltern women. The NGO also held a cervical cancer screening camp at Lake Gardens in collaboration with Rotary Club. The NGO is particularly targeting teenagers living in urban slums to have a healthy life and better menstrual hygiene and for which they are also counseling the women in slums and red light areas.
The NGO, Uddami is now in the process of creating awareness for women's health and focussing particularly on the health of the women engaged in the sex trade. They had recently brought out a guideline on menstrual health and distributed it among slum dwellers and sex workers.

The survey by the NGO found that there was a lack of awareness of the use of sanitary napkins and many cannot afford it. The NGO is trying to break the myth related to menstrual health, said Harshamanjari Nanda, executive director of Uddami India Foundation.

"We are trying to provide free kits to the women so they can use them for menstrual health. We are also training the slum women and sex workers on the need and safety aspects of menstrual health. We are holding an

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Cyclone Yaas: After Bengal govt's Duare Tran, NGOs now aid Sunderbans people

KOLKATA: It is almost two months after the cyclone Yaas hit the coastal belts of Bengal which reduced millions to the state of penury, the Bengal government had initiated the Duare Tran scheme for giving relief to the cyclone-hit people. However, to augment the support for the cyclone-hit people several NGOs are still working in remote areas to provide them aid.

The saline water which gushed in the islands of Sunderbans had submerged the fields and the water has still not been drained out. Thus, salinity being increased farming had been badly affected and thus the poor families have little earning though they had been provided with doles by the Mamata Banerjee government.

NGOs like Her Future Coalition and Uddami India Foundation recently organized a relief distribution programme at the Hingalgunj area in North 24-Parganas which is about 110km from the city and distributed essentials like mosquito net, garments, clothes, and shoes along with snacks.

Many villagers who were widows and specially abled were given relief materials as many had requested the NGOs to organize some relief materials for the villagers, as they cannot buy many items, though the government was

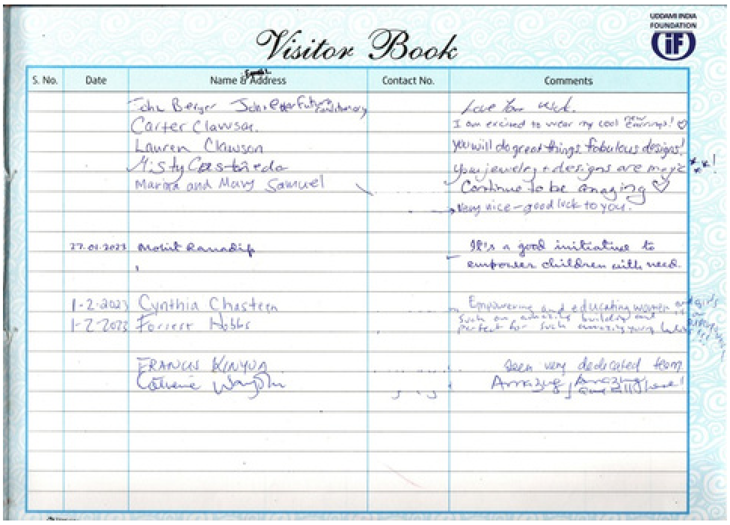
Visitor Book
UDDAMI INDIA FOUNDATION
S. No.
Date
Name & Address
Contact No.
Comments
Carter Clawsar
Lauren Clawson
Marara and Mary Samuel
Continue to be amazing
Very nice - good luck to you
Cynthia Chastern
Forrest Hobbs
Seen very dedicated team
Amazing

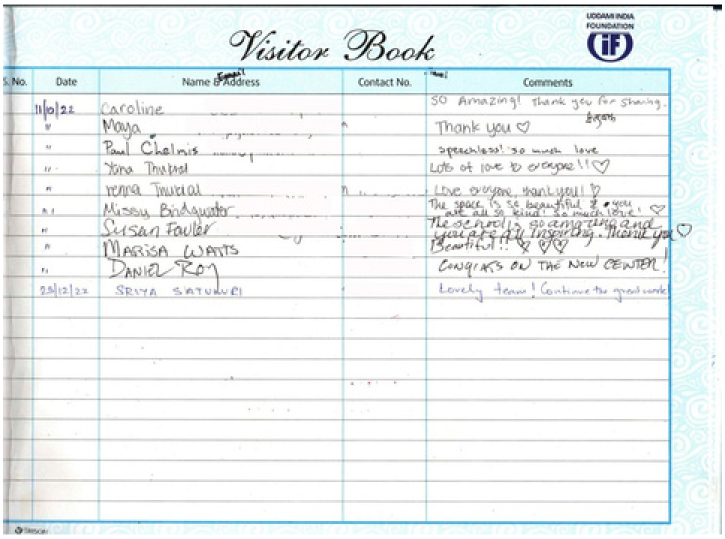
Visitor Book
UDDAMI INDIA FOUNDATION
S. No.
Date
Name & Address
Contact No.
Comments
Caroline
SO Amazing! Thank you for sharing.
Maya
Thank you
Paul Chelnis
Speechless! So much love
Lots of love to everyone!!
Love everyone, thank you!!
Susan Fowler
Marisa Watts
Daniel Roy
Congrats on the new center!
Lovely team! Continue the good work

অতিথির কলমে

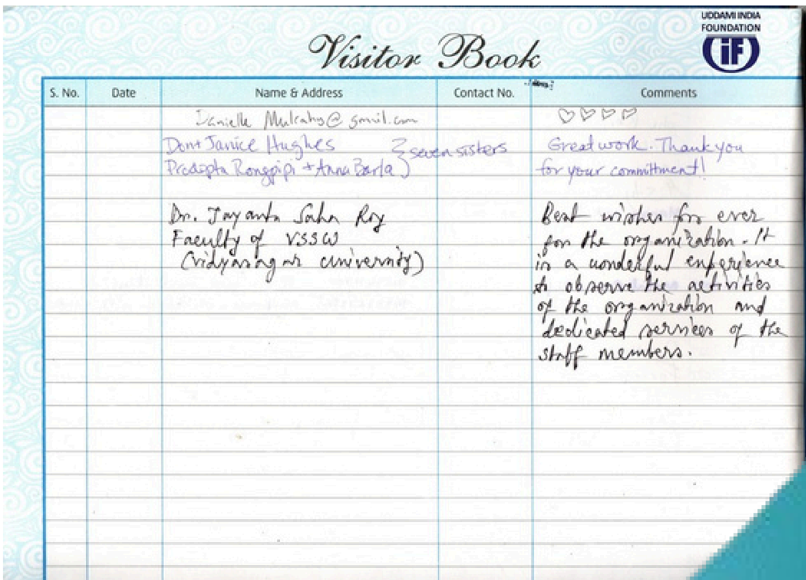
Visitor Book
UDDAMI INDIA FOUNDATION
S. No.
Date
Name & Address
Contact No.
Comments
Great work. Thank you for your commitment!
Dr. Jayanta Saha Roy
Faculty of VSSW
(Vidyasagar University)
Best wishes for ever for the organization. It is a wonderful experience to observe the activities of the organization and dedicated services of the staff members.

অতিথির কলমে

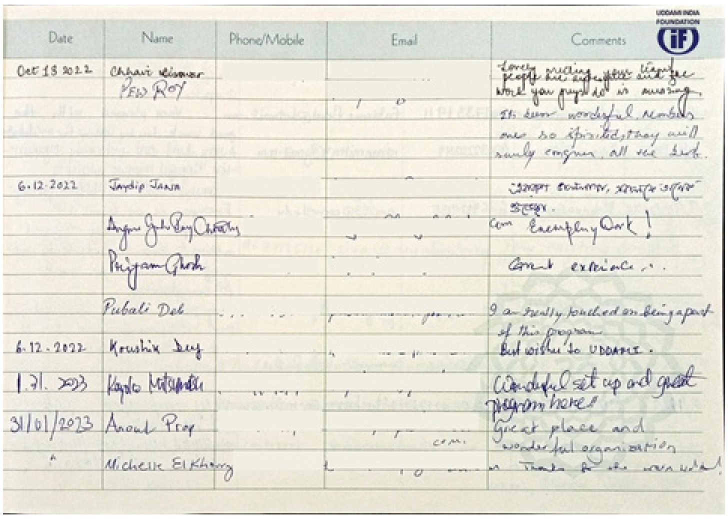

Date	Name	Phone/Mobile	Email	Comments
Oct 18 2022	Chhavi [illegible] PEW ROY			Lovely meeting your [illegible] people are [illegible] and the work you guys do is amazing.
				It's been wonderful. Members are so spirited, they will surely conquer all the best.
6.12.2022	Jaydip Jana			[illegible]
	Angana [illegible] Ray Chowdhury			Exemplary Work!
	Priyam Ghosh			Great experience..
	Pubali Deb			I am really touched on being a part of this program
6.12.2022	Koushik Dey			Best wishes to UDDAMI.
1.31.2023	Kayla [illegible]			Wonderful set up and great program here!
31/01/2023	Anoud Pray			Great place and wonderful organization
"	Michelle El Khoury			Thanks for the [illegible]!

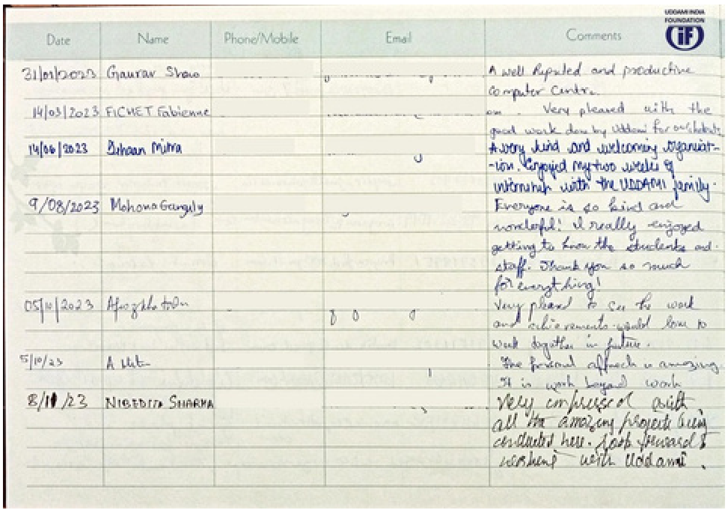

Date	Name	Phone/Mobile	Email	Comments
31/01/2023	Gaurav Shaw			A well Reputed and productive computer Centre.
14/03/2023	FICHET Fabienne			Very pleased with the good work done by Uddami for our students
14/06/2023	Srihaan Mitra			A very kind and welcoming organisation. Enjoyed my two weeks of internship with the UDDAMI family.
9/08/2023	Mohona Ganguly			Everyone is so kind and wonderful! I really enjoyed getting to know the students and staff. Thank you so much for everything!
05/10/2023	Afroza [illegible]			Very pleased to see the work and achievements would love to work together in future.
5/10/23	A [illegible]			The personal approach is amazing. It is work beyond work
8/11/23	NIBEDITA SHARMA			Very impressed with all the amazing projects being conducted here. Look forward to working with Uddami.

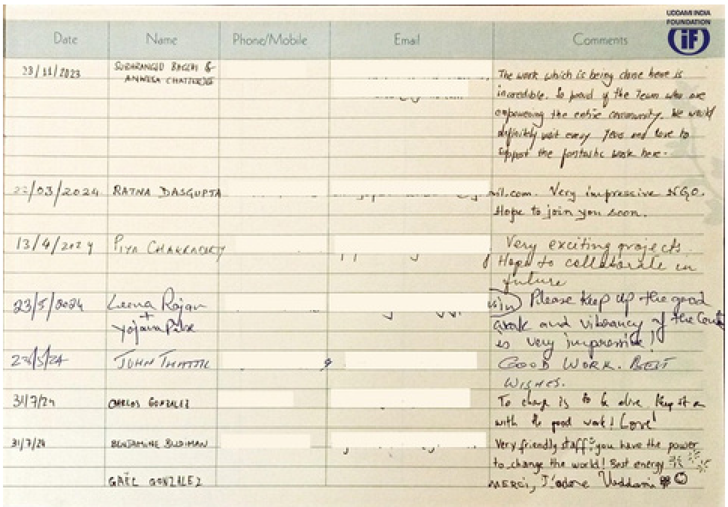

Date	Name	Phone/Mobile	Email	Comments
23/11/2023	SUDARANGID BAGCHI & ANWESA CHATTERJEE			The work which is being done here is incredible. So proud of the Team who are empowering the entire community. We would definitely visit every year and love to support the fantastic work here.
22/03/2024	RATNA DASGUPTA			…il.com. Very impressive NGO. Hope to join you soon.
13/4/2024	PIYA CHAKRABORTY			Very exciting projects & Hope to collaborate in future
23/5/2024	Leena Rajan + Yojana Pike			Please keep up the good work and vibrancy of the Centre is very impressive!
24/5/24	JOHN THATTIL			GOOD WORK. BEST WISHES.
31/7/24	CARLOS GONZALEZ			To change is to be alive. Keep it on with the good work! Love!
31/7/24	BENJAMINE BUDIMAN			Very friendly staff! you have the power to change the world! Best energy
	GAËL GONZALEZ			MERCI, J'adore Uddami ☺

GPS Map Camera
Kolkata, West Bengal, India
33n, Raja Nabakrishna St, Raja Nabakrishna Street, Sovabazar, Shobhabazar, Kolkata, West Bengal 700005, India
Lat 22.596699°
Long 88.366168°
Google

GPS Map Camera
Kolkata, West Bengal, India
Prafulla Chandra College, 23/49, Gariahat Rd, City College - South Calcutta Branch, Dhakuria, Kankulia, Kolkata, West Bengal 700029, India
Lat 22.515461°
Long 88.368556°
14/03/24 07:16 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Kolkata, West Bengal, India
179, Prince Anwar Shah Rd, Badam Talla, Tollygunge, Kolkata, West Bengal 700033, India
Lat 22.501472°
Long 88.350386°
21/03/24 12:30 PM GMT +05:30
Google

Accredited by NAAC (B+)
Regent Estate, Kolkata - 700 092.
Empowering the disadvantaged

gallery

Craft

Medium- Paper, Sketch Pen, Ice-cream stick

-Kumkum Singh, Student

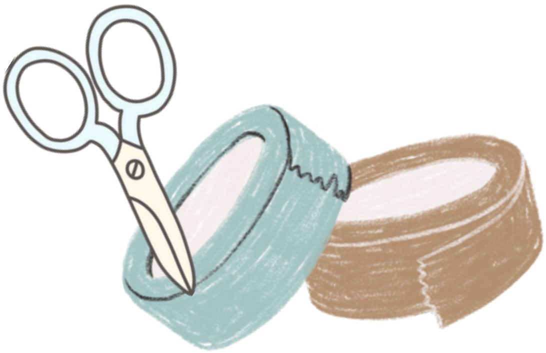

Size- A4
Medium- Water colour on Paper

Swastika Pathak, Student

মজার ক্যুইজ

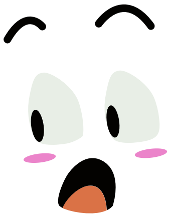

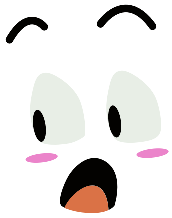

১) ছয়কে না ঘুরিয়ে নয় বানানো যায় কী করে?

২) কোন খাবারে বরফ আছে, কিন্তু গরম করে খেতে হয়?

৩) একটা মেয়েকে রাত 11টার সময় পাঁচটা অপরিচিত ছেলে ফলো করছে, তাও মেয়েটি খুশি হলো...কেন?

৪) চার অক্ষরের একটি বাংলা শব্দ। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে যে শব্দটি থাকে, তাতে ওই বাংলা শব্দের ইংরাজি মানে বোঝানো হয়, শব্দটি কী?

৫) কোন খেলায় হৃদয় অপরিহার্য?

৬) থাকাও যায়, আবার মাপাও যায়, কী সে?

৭) কোন জিনিস গাছে সবুজ, দোকানে কিনতে গেলে কালো আর ঘরে এনে বানাতে গেলে লাল?

৮) কোন বিজ্ঞানীর নামের মাঝখানে "উট" আছে?

৯) কোন জিনিস ১ কেজি লোহা তুলতে পারে কিন্তু তুলো তুলতে পারে না?

১০) কোন জিনিস হাতে নিলে ছ্যাঁকা লাগেনা, কিন্তু সেটা গরম?

১১) কোন তারাতে গান বাজে?

১২) ইংরাজিতে বাদ্য, বাংলায় খাদ্য

শব্দছক

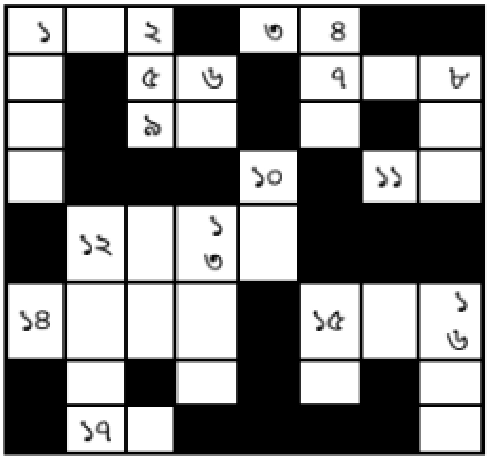

পাশাপাশি

১) প্রয়োজনে তরোয়ালের থেকেও ধারালো

৩) লেখার জন্য এতো প্রয়োজনীয় জিনিস যে চিত্রগুপ্তের কাছেও আছে

৫) মধুমেহ রুগির বন্ধু। কিন্তু ফল নাকি সবজি?

৭) ঘুরন্ত খেলনা

৯) উদিত সূর্যের রঙ

১১) পাহারের থেকে নিচু কিন্তু সমতলের থেকে উঁচু

১১) চলমান, কিন্তু এখনকার দিনে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বলা হয়

১৪) এই সময়

১৫) খাবারে না থাকলে বিস্বাদ
১৬) চোখ

উপরনিচ

১) প্রানের শহর, আনন্দের শহর

২) ভারতীয় রান্নার প্রাণ অথবা ঘ্রাণ

৩) খোঁজ

৬) শীতে আরাম, আবার খাট বানিয়ে শুতেও আরাম

৮) ধুলেও মনের এইটা যায়না

১০) জিনিস

১২) নরম আলোর উৎস। আধুনিক জন্মদিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ

১৩) আরবি শব্দ। বাংলায় মানে করলে জ্ঞান

১৫) এই নামে তসলিমা নাস্রিনের একটি বিখ্যাত বই আছে

১৭) শরীরে কালো বিন্দু, আবার একটি শস্য

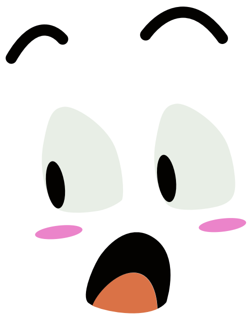

ক্যুইজের উত্তর

1. উ: SIX, S বাদ দিলে IX, রোমান নয়
2. উ: RICE, এখানে ICE আছে
3. উ: তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করছিল
4. উ: দেওয়াল, দে বাদ দিলে ওয়াল
5. উ: তাস। হার্টস তো থাকবেই
6. উ: গ্রাম
7. উ: চা
8. উ: নিউটন
9. উ: চুম্বক
10. উ: গরম মশলা
11. উ: একতারাতে
12. উ: বেল

শব্দছকের উত্তর

ক	ল	ম		খা	তা		
ল		শ	শা		লা	টি	ম
কা		লা	ল		স		য়
তা				মা		টি	লা
	মো	বা	ই	ল			
স	ম	কা	ল		ল	ব	ন
	বা		ম		জ্জা		য়
	তি	ল					ন

ক্যুইজ

প্রশ্ন ১: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর:১ জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

প্রশ্ন ২: পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগরের নাম কী?

উত্তর:২ প্রশান্ত মহাসাগর

প্রশ্ন ৩: অ্যামাজন নদী কোন মহাদেশে অবস্থিত?

উত্তর:৩ দক্ষিণ আমেরিকা

প্রশ্ন ৪: বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কোনটি?

উত্তর:৪ মাউন্ট এভারেস্ট

প্রশ্ন ৫: 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তর:৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন ৬: মানুষের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি?

উত্তর:৬ ত্বক

প্রশ্ন ৭: কোন দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়?

উত্তর:৭ ২১শে ফেব্রুয়ারি

প্রশ্ন ৮: সর্বপ্রথম কোন দেশে মহাকাশে মানুষ পাঠানো হয়েছিল?

উত্তর:৮ সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)

প্রশ্ন ৯: মানুষের শরীরের কোন অংশটি সবচেয়ে শক্ত?

উত্তর:৯ দাঁতের এনামেল

প্রশ্ন ১০: মহাকাশে প্রথম পা রাখা মানুষটির নাম কী?

উত্তর:১০ নীল আর্মস্ট্রং।

প্রশ্ন ১১: ভারতের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর:১১ অনুচ্ছেদ ১২ থেকে ৩৫

প্রশ্ন ১২: ভারতে মহিলাদের যৌতুক থেকে সুরক্ষা দিতে কোন আইন প্রণীত হয়েছে?

উত্তর:১২ যৌতুক প্রতিরোধ আইন, ১৯৬১ (Dowry Prohibition Act, 1961)

প্রশ্ন ১৩: ভারতের জাতীয় খেলা কী?

উত্তর:১৩ হকি (যদিও এটি সরকারিভাবে ঘোষিত নয়, এটি ঐতিহাসিকভাবে জাতীয় খেলা হিসেবে বিবেচিত)

প্রশ্ন ১৪: ভারতের কোন রাজ্যে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?

উত্তর:১৪ কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা

প্রশ্ন ১৫: জাতীয় সংবিধানের কোন ধারা নাগরিকদের সমান অধিকার ও নারীর প্রতি বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দেয়?

উত্তর:১৫ ধারা ১৫ (Article 15)

প্রশ্ন ১৬: নারীদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধে ভারতে কোন আইন কার্যকর হয়েছে?

উত্তর:১৬ গার্হস্থ্য সহিংসতা থেকে সুরক্ষা আইন, ২০০৫ (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

প্রশ্ন ১৭: ভারতে কোন আইন মহিলাদের কর্মস্থলে যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা করে?

উত্তর:১৭ কর্মস্থলে যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, প্রতিষেধ ও প্রতিকার) আইন, ২০১৩ (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013)

প্রশ্ন ১৮: ভারতের প্রথম মহিলা অলিম্পিক মেডেল বিজয়ী কে?

উত্তর:১৮ কর্ণম মাল্লেশ্বরী (২০০০ সালে সিডনি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেল)

প্রশ্ন ১৯: পাঁচটি খেলার নাম বলুন যেগুলো ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে সফলতা অর্জন করেছে।

উত্তর:১৯ ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, ভারোত্তোলন

প্রশ্ন ২০: ভারতে শিশু বিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য কোন আইন কার্যকর হয়েছে?

উত্তর:২০ শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০০৬ (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

প্রশ্ন ২১: নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি কতদিনের জন্য প্রযোজ্য?

উত্তর:২১ ২৬ সপ্তাহ (Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 অনুযায়ী)

প্রশ্ন ২২: ভারতের প্রথম মহিলা IPS অফিসার কে ছিলেন?

উত্তর:২২ কিরণ বেদী

প্রশ্ন ২৩: ভারতীয় সংবিধানে শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ করার জন্য কোন ধারা রয়েছে?

উত্তর:২৩ ধারা ২৪ (Article 24)

প্রশ্ন ২৪: কোন খেলোয়াড়কে আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ঘোষণা করা হয়?

উত্তর:২৪ শচীন তেন্ডুলকর

প্রশ্ন ২৫: কোন আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্য অধিকার প্রদান করা হয়?

উত্তর:২৫ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ (Right to Information Act, 2005)

প্রশ্ন ২৬: ভারতে পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে কোন আইন কার্যকর হয়েছে?

উত্তর:২৬ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ২০০৫ (Hindu Succession Act, 2005, Amendment)

প্রশ্ন ২৭: নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভারতে কোন প্রকল্পটি কন্যা শিশুদের জন্য চালু হয়েছে?

উত্তর:২৭ বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও (Beti Bachao, Beti Padhao)

প্রশ্ন ২৮: ভারত সরকার দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য কোন প্রকল্প চালু করা হয়েছে?

উত্তর:২৮ জননী সুরক্ষা যোজনা (Janani Suraksha Yojana)

প্রশ্ন ২৯: ভারতের শিক্ষায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কোন আইন প্রণীত হয়েছে?

উত্তর:২৯ শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Education Act, 2009)

প্রশ্ন ৩০: শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ভারতে কোন আইন কার্যকর হয়েছে?

উত্তর:৩০ পকসো আইন (POCSO Act - Protection of Children from Sexual Offences Act), ২০১২

প্রশ্ন ৩১: ভারতে কর্মরত মহিলাদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কোন আইন প্রণীত হয়েছে?

উত্তর:৩১ মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১ (Maternity Benefit Act, 1961)

প্রশ্ন ৩২: কোন প্রকল্পটি ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত হয়?

উত্তর:৩২ ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (ICDS) প্রোগ্রাম

প্রশ্ন ৩৩: ভারতে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করার জন্য কোন আইন প্রণীত হয়েছে?

উত্তর:৩৩ শিশু শ্রম (নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬ (Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986)

প্রশ্ন ৩৪: ভারতে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করার জন্য কোন আইন প্রণীত হয়েছে?

উত্তর:৩৪ শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০০৬ (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

প্রশ্ন ৩৫: ভারতে মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোন আইন রয়েছে?

উত্তর:৩৫ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতিকার) আইন, ২০১৩ (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013)

প্রশ্ন ৩৬: শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য কোন প্রকল্পটি পরিচালিত হয়?

উত্তর:৩৬ সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ICDS - Integrated Child Development Services)

প্রশ্ন ৩৭: নারী ও শিশুদের উন্নয়নে ভারত সরকার কোন জাতীয় মিশন চালু করেছে?

উত্তর:৩৭ মিশন শক্তি (Mission Shakti)

প্রশ্ন ৩৮: কন্যা শিশুদের উচ্চ শিক্ষা ও বিয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে?

উত্তর:৩৮ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (Sukanya Samriddhi Yojana)

প্রশ্ন ৩৯: বাল্যবিবাহ বিরোধী ও প্রতিরোধের জন্য কোন সংস্থা ভারতে কাজ করে?

উত্তর:৩৯ চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (Childline India Foundation) এবং বিভিন্ন এনজিও

প্রশ্ন ৪০: ভারতে মাতৃত্বকালীন ছুটি কত সপ্তাহের জন্য প্রযোজ্য?

উত্তর:৪০ ২৬ সপ্তাহ (মাতৃত্বকালীন সুবিধা (সংশোধনী) আইন, ২০১৭ অনুযায়ী)

প্রশ্ন ৪১: নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয় কবে গঠিত হয়?

উত্তর:৪১ ১৯৮৫ সালে

প্রশ্ন ৪২: নারী ও শিশু অধিকার রক্ষার জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে?

উত্তর:৪২ ইউনিসেফ (UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund) এবং জাতিসংঘ নারী সংস্থা (UN Women)

প্রশ্ন ৪৩: বিশ্বের কোন দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়?

উত্তর:৪৩ ৮ই মার্চ

প্রশ্ন ৪৪: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান লক্ষ্য কী?

উত্তর:৪৪ মাতৃমৃত্যুর হার কমানো এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা।

প্রশ্ন ৪৫: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ পান করানো উচিত?

উত্তর:৪৫ জন্ম থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ এবং তারপর সম্পূরক খাবারের সাথে ২ বছর বা তার বেশি সময়।

প্রশ্ন ৪৬: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং সমান সুযোগের জন্য জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) কোন লক্ষ্যটি লিঙ্গ সমতার সঙ্গে সম্পর্কিত?

উত্তর:৪৬ লক্ষ্য ৫ (Goal 5) – Gender Equality (নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা)

প্রশ্ন ৪৭: বিশ্বব্যাপী মাতৃদুগ্ধের হার কমানোর জন্য WHO-এর কোন উদ্যোগটি রয়েছে?

উত্তর:৪৭ বেবিফ্রেন্ডলি হাসপাতাল ইনিশিয়েটিভ (Baby-Friendly Hospital Initiative)

প্রশ্ন ৪৮: নারী অধিকার রক্ষা এবং বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতা প্রচার করতে জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করে?

উত্তর:৪৮ UN Women (জাতিসংঘ মহিলা সংস্থা)

প্রশ্ন ৪৯: মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কোন উদ্যোগটি নিয়েছে?

উত্তর:৪৯ MIND (Mental Health Innovation Network) প্রোগ্রাম

প্রশ্ন ৫০: বিশ্বব্যাপী শিশু অধিকার দিবস কবে পালিত হয়?

উত্তর:৫০ ২০শে নভেম্বর

বাণী

“ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখো, সেই রাখে।
যার যা সম্মান, তাকে তা দিতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।”
-মা সারদা

“যে মানুষ বলে তার আর শেখার কিছু নেই, সে আসলে মরতে বসেছে।
যতদিন বেঁচে আছো - শিখতে থাকো”
-স্বামী বিবেকানন্দ

“স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে, বরং সেটাই স্বপ্ন যেটা মানুষকে ঘুমোতে দেয়না”
-এ পি জে আব্দুল কালাম

“ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। আমরা কেবল ‘পাশ করা বিদ্যা’ কে প্রকৃত শিক্ষা বলিনা। ”
-বেগম রোকেয়া

“মুখস্থ করিয়া পাশ করাই তো চৌর্যবৃত্তি! যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাহাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কেন কী করিল?”
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“দ্রুত হাঁটিতে চাইলে একা হাঁটো, আর যদি অনেক দূর অবধি হাঁটিতে চাও তবে একসঙ্গে হাঁটো।”
-রতন টাটা

“যদি তুমি মানুষকে বিচার করতে যাও তাহলে ভালোবাসার সময় পাবে না।”
-মাদার টেরেসা

“অতীতে কী হয়েছে আর ভবিষ্যতে কী হবে এই নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট কোরোনা। যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে, যা হবে ভালোর জন্যই হবে। তুমি নিজের কর্তব্য ঠিক ভাবে পালন করে যাও।”
-গীতার বাণী

UDDAMI INDIA FOUNDATION

158/4, Prince Anwar Shah Road, Lake Gardens, Kolkata,West Bengal 700045

033-40047433 / 9830635748 / 9331961370

uddami.india.foundation@gmail.com

https://uddamiindiafoundation.org